বাঙ্গালী বউ

সামাজিক উপন্যাস

বাঙ্গালীমেয়ের নব সংস্করণ।

১৯ নং বৃন্দাবন বসাকের লেন

সুলভ পুস্তকালয়

শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১২৯৯ সাল।
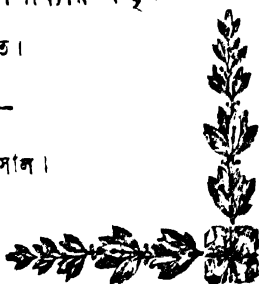
PRINTED BY P. S. SAHA AT THE "NEW CALCUTTA PRESS"
NO. 3 BEADON SQUARE, CALCUTTA.

বিজ্ঞাপন।

সংসারিক ক্ষুদ্র ঘটনা লইয়া, ক্ষুদ্র সংসারের ইহা একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস।

পূর্ব্বে এই পুস্তকের নাম "বাঙ্গালী মেয়ে" ছিল, কিন্তু বাঙ্গালী মেয়ে অপেক্ষা বাঙ্গালীবউ, এই পুস্তকের উপযুক্ত নাম বিবেচনা করিয়া নাম পরিবর্ত্তন করিলাম!

এ সংস্করণে শেষ দুই পরিচ্ছেদ বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রকাশক।

বাঙ্গালী বউ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মা ও মেয়ে।

"সরলা! সরলা? ভাত খাবি নে?" এই বলিয়া সরলার মাতা শিবসুন্দরী সরলাকে ডাকিলেন। দেখিতে দেখিতে একটী অবিবাহিতা বালিকা বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর হইবে হাতে "প্রভাত চিন্তা" আসিয়া উপস্থিত হইল। সরলাকে দেখিয়া অমনি আবার বলিলেন,—"মা তুমি শ্বশুর-বাড়ী গেলে তোমার জন্য ভাত নিয়ে কে ব'সে থাক্‌বে?" এ কথায় সরলা কোনও উত্তর করিল না। 'ভাত কই?" বলিয়া, পুস্তক রাখিয়া খাইতে বসিল। সরলার মাতা সরলার মাতার দিকে একাগ্রদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয়ে স্নেহের তরঙ্গ উচ্ছসিত হইতে লাগিল। আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতে লাগিলেন, তাহা কে বলিবে? মাতার স্নেহ অনুপমেয়, তাঁহার হৃদয়ে কত লহরী উঠে, কে তাহার সংখ্যা করিতে পারে? তিনি তাঁহার সন্তানের জন্য যে, কি করিবেন, সংসার খুঁজিয়া পান না। সরলা ভাত খাইতে লাগিল, তিনি তাহার চাঁদপানা মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর, না বলিয়া থাকিতে পারিলেন না। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "মেয়ে

আমার এত বড় হইল, পাত্র ত খুঁজিয়া পাওয়া ভার। লোকে কত কি বলে; কি করি। কিছুই ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারি না। কপালে যে কি আছে, কে বলিতে পারে? কর্ত্তার তো এ বিষয়ে কিছু মাত্র মনোযোগ দেখি না।" গৃহিণী আর কোনও কথা বলিলেন না। সরলার ভাত খাওয়া শেষ হইল। গৃহিণী সাংসারিক কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া বিশ্রাম করিতে গেলেন; সরলা ভাত খাইয়া আবার "প্রভাত চিন্তা" লইয়া বসিল। সরলার মাতা বাটীর অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে এই বিবাহের কথা লইয়া নানা রকম আন্দোলন করিতে লাগিলেন। এ পাত্রটী ভাল নহে, উহার কুল তত ভাল নহে, ও ছেলের মা বাপ নাই, এইরূপ কুলের, রূপের নানাবিধ সমালোচনায় প্রবৃত্তা হইলেন। এদিকে সরলা কিঞ্চিৎ লজ্জিতা হইয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

পাঠক, এখানে সরলার কিঞ্চিৎ পরিচয়ের আবশ্যক। সরলার পিতার নাম হরকুমার মিত্র, কুলীন কায়স্থ, নিবাস পাবনার অন্তর্গত কৈলাসপুর, পদ্মাপার। বয়স ৪০।৪২ বৎসর হইবে, অবস্থা খুব রাজা রাজ্‌ড়ার মত নহে; অথচ, মোটা ভাত কাপড় খুব সুখ-সচ্ছন্দের সহিত চলে। গ্রামে তাঁহার খুব ক্ষমতা ছিল, সকলেই বিশেষ মান্য ও ভয় করিত। গ্রামের চতুষ্পার্শ্বস্থিত গ্রামগুলি তাঁহার এলাকা; সুতরাং, অবস্থানুসারে ইনি খুব ক্ষমতাশালী লোক ছিলেন। ছোট জোত্‌দারের মত বাটীতে সরকার ও দুই এক জন সরদার পেয়াদা ছিল। ইনি কিছু কিছু ইংরাজী পড়িয়াছিলেন এবং আজ কাল যেমন দুই এক জন ইংরাজী পড়িয়া গোঁড়া হয়, সেইরূপ ছিলেন;

অর্থাৎ স্নান করিয়া আহ্নিকও করিতেন, আবার জুতা পায় দিয়া খাইতেও ত্রুটী করিতেন না। বাড়ীতে নাম বজায় রাখিবার জন্ত দোল দুর্গোৎসবও হইত; অথচ কলিকাতায় গেলে, ব্রাহ্মসমাজেও যাইয়া থাকিতেন। পল্লীগ্রামে আসিয়াও দুই এক খানা খবরের কাগজ পড়িতেন। লেখাপড়া-জানা দুই এক জন লোক কাছে আসিলে, সমাজ লইয়া তাঁহাদের সহিত তর্ক করিতেন, "ইলবার্ট বিল" লইয়াও দুই একটা কথা বলিতেন, স্কুলের ছেলেদের লইয়াও দুই এক বার নাড়া-চাড়া করিতেন; অথচ কিছুই খুব গভীররূপে চিন্তা করিতেন না; মাঝে মাঝে স্বীকার করিতেন যে, কৌলিন্ত প্রথা উঠিয়া যাওয়াই উচিত, সমাজের কিয়দংশ সংস্কার আবশ্যক। পৌত্তলিকতার স্বাপক্ষে কোনও প্রমান নাই; অথচ, এ সমুদয় নিজের উপর দিয়া না যায়, এরূপ ইচ্ছা। কৌলীন্ত উঠিয়া যাক্, কিন্তু নিজের বংশ-মর্য্যাদা ছাড়িবেন না আজ কাল ইংরাজী-শিক্ষিত কোন কোন যুবক যেরূপ নিজের কুসংস্কার বজায় রাখিতে যাইয়া কারণ দর্শাইয়া থাকেন, তিনিও সেইরূপ করিতেন। যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের দিকেও, আবার যাঁহারা প্রতিবাদ করেন, তাঁহাদের মতেও সহায়তা করিয়া থাকিতেন। ফলতঃ, তাঁহার কোন মতেই স্থির বিশ্বাস ছিল না। পিতা পিতামহ প্রভৃতি দেবদেবী পূজা করিয়া আসিয়াছেন; সুতরাং, উহা পৈতৃক কার্য্য এবং করিতে হইবে। সে পূজাতে যে তাঁহার প্রকৃত আস্থা, তাহা নয়। কারণ, পূজার সময় মুসলমান দারগা বাটীতে আসিলে, তাহার সঙ্গে আসিয়া খাইতেও বড় ত্রুটী করিতেন না।

কৈলাসপুর গ্রামটী পদ্মার ঠিক অপর পার্শ্বে। নদীর ধারে বটে, কিন্তু গ্রামটী অনেক কালের, গাছগুলি খুব বড় বড়। সাধারণ পল্লীগ্রামের ন্যায় জঙ্গলা নহে, বড় বড় বাগান ও মাঠ আছে। গ্রামটী ধনী নহে, কিন্তু কৃষকদিগের অবস্থা তত মন্দ নহে। সকলেরই দুই একটী গরু বাছুর ও কিছু কিছু জমি আছে। গ্রামে একটী 'গুরুটেনিং পাঠশালা' আছে, গুরুমহাশয় যে দুই একটি ছাত্র পান, তাহাদিগকে জমিদারী মহাজনী পর্য্যন্ত শিক্ষা দেন। দুই এক ঘর ব্যবসায়ী লোক আছে, সুতরাং, দুই খানি মুদীর দোকানও আছে। অনেকেই রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পারে এবং দুই এক জন কিছু কিছু ইংরাজিও জানে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে দুই একজন লেখা পড়া জানে। বিশেষ মিত্র মহাশয়ের মেয়ে কয়টীর বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি হইয়াছিল। তবে শিল্প ও চিকণের কার্য্য প্রায় সকলেই জানিত। গ্রামবাসীদিগের দৈনিক জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য স্থানান্তরে যাইতে হইত না। সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন করিয়া হাট হইত, তাহা হইতে সমুদয় জিনিষ পত্র কিনিয়া রাখিত। দুধ প্রত্যহ পাওয়া যাইত। ইহার পর তৈলগুড়ের দরকার হইলে, অসুবিধা হইত না; কারণ, কলু বাড়ী ও মুদীর দোকান গ্রামেই। সমস্ত পল্লীগ্রামে সমুদয় সুবিধা থাকা আবশ্যক; কৈলাসপুরে তাহার সংক্ষেপতঃ সমুদায়ই ছিল।

সর্ব্বশুদ্ধ মিত্র মহাশয়ের চারিটী সন্তান। জ্যেষ্ঠা, তরলার বয়ঃক্রম ১৬।১৭ বৎসর হইবে। বিধবা, ঈষৎ দীর্ঘাঙ্গী, গৌরবর্ণা, স্বভাবতঃ চিন্তাশীলা ও অন্যমনস্কা। মুখ খানি দেখিলেই তাহার

হৃদয়ে দুর্ব্বিসহ বেদনা স্পষ্টই অনুভূত হয়। মিত্র মহাশয় তরলাকে গোবিন্দগ্রামে একটী ভাল পাত্র দেখিয়া অতি অল্প বয়সেই বিবাহ দিয়াছিলেন। কিন্তু বিধির বিপাকে নবম বর্ষে পড়িতে না পড়িতেই, জন্মের মত এ জন্মের সকল সাধে বঞ্চিত হইল। নবমবর্ষীয়া বালিকা বিধবা হইল। এই অবধি তরলা প্রায়ই বাপের বাড়ী থাকিত, মাঝে মাঝে শ্বশুরালয় যাইয়াও থাকিত। সেখানে তাহার শ্বশুর ও দেবর ভিন্ন আর কেহই ছিল না। তাঁহারা তাহাকে যারপরনাই ভাল বাসিতেন। তরলা বাপের বাড়ী থাকিলে, তাহার দেবর প্রায়ই তাহাকে দেখিতে আসিতেন। তাঁহারই ঐকান্তিক উদ্যমে ও যত্নে তরলা তাহার কনিষ্ঠা এত লেখাপড়া শিখিতে পারিয়াছিল।

তরলার ছোট আর একটী কন্যা। ইহার নাম সরলা এবং ইহার কথাই আমরা পূর্ব্বে বলিতেছিলাম। কুলীনের মেয়ে সুবিধামত পাত্র না পাওয়ায়, মিত্র মহাশয় এ পর্য্যন্ত তাহার বিবাহ দেন নাই। বড় মেয়েটী অল্প বয়সেই বিধবা হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়, মিত্র মহাশয় সরলার বিবাহের জন্য তত সচেষ্ট ছিলেন না। সরলা তাহার ভগ্নীর ন্যায় তত দীর্ঘাঙ্গী ছিল না; কিন্তু রং সেইরূপই ফরসা. চোখ গুলি খুব টানা টানা, মুখখানি হাসি হাসি। হাত পা বেশ গোল গোল। সরলা তরলার ন্যায় তত চিন্তাশীলা ছিল না; অথচ বেশ শান্ত কাহারও সঙ্গে বেশী কথা কহিতে ভালবাসিতনা। আপনার মনে আপনিই কাজ করিত ও পড়িত। পল্লীগ্রামে থাকিয়া লেখা পড়া যতদূর শিক্ষা করা সম্ভব, সরলা নিজের যত্নে ও

তরলার দেবরের চেষ্টায় তাহা শিখিয়াছিল। অনেক ভাল ভাল বাঙ্গালা গ্রন্থ পড়িয়াছিল এবং হাতে সুন্দর লিখিতে পারিত। বিশেষ শিল্প ও কারু কার্য্যে সে তাহার সমবয়স্কা এমন কি অনেক বয়োজ্যেষ্ঠাকেও পরাভব করিয়াছিল। গৃহের আবশ্যকীয় কাজ, রন্ধনাদি সরলা তাহার মাতার গুণে সমুদয়ই শিখিয়াছিল।

দুই ভগ্নীর মধ্যে খুব ভাব ছিল। তাহারা একত্র শুইত, একত্র পড়িত, কিন্তু একত্র খাইতে পাইত না; কারণ, তরলা বিধবা অবসর পাইলে, দুইজনে প্রাণে প্রাণে মিলাইয়া গল্প করিত। সরলা নির্জ্জনে বসিলেই তরলার কথা ভাবিত। তরলার যে কি হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিত না; কিন্তু তাহার দিদি অনন্ত দুঃখে দিন কাটায়, কি যেন কি একটা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, হৃদয়ে কি একটা ঘোর ঝঞ্ঝা বহিতেছে, তাহাই ভাবিত; কিন্তু ভাবিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিত না; দিদি সুখে তাহার সুখ, দিদির দুঃখে তাহার দুঃখ। তরলা যখন নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিত, সরলা তাঁহার স্নেহমাখা মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। বোধ হয় শেষে বুঝিতে পারিত দিদি কি পরমরত্ন হারাইয়াছেন!

জ্যৈষ্ঠ মাস বেলা অপরাহ্ন, দারুণ রৌদ্র। দুই বোনে আর ঘরে থাকিতে পারিল না, যে যাহার পুস্তক ও পশম লইয়া, ত্বরিতপদে অন্তঃপুরসংলগ্ন ক্ষুদ্র একটী উদ্যানে গমন করিল। ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজির ছায়া সারাদিন সূর্য্যরশ্মিকে প্রতিরোধ করিয়া বাগানটীকে অপেক্ষাকৃত অনেক শীতল করিয়াছিল। একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী, তাহাতে একটী ক্ষুদ্র ইষ্টক

নির্ম্মিত ঘাট। দুই বোনে বেড়াইতে বেড়াইতে তথায় যাইয়া বসিল।

তরলা বলিল,—"তাই ত ঠাকুরপো এখনও আস্‌ছেন না কেন।"

সরলা কহিল,—'তা এখনও সময় যায় নি।"

তরলা। তা, তুই তবে চিঠিতে কি প'ড়্‌লি?

"কেন, এই তো" বলিয়া, সরলা এক খানি হস্তস্থ পত্রে কিয়দংশ এইরূপ পাঠ করিল,—"বোধ হয় সংবাদ পত্রে পড়িয়া থাকিবে যে, সুরেন্দ্র বাবু বিনাপরাধে জেলে গিয়াছেন। আমি ও আমার আর দুই একটী বন্ধু তাঁহার মোকদ্দমার জন্য গ্রামে গ্রামে চাঁদা তুলিতেছি। কাল বেলা ৪টা আন্দাজ সময়ে তোমাদের গ্রামে যাইব; তোমার পরিচিত আমার আর দুইটী বন্ধু আমার সহিত যাইবেন।" সরলা হঠাৎ পত্রপাঠ বন্ধ করিয়া সোৎসাহে বলিল,—"দিদি, এ বন্ধু দুটী কে?" তরলা ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"তোর তা শুনে দরকার কি?" সরলা কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইল। তরলা আবার হাসিয়া বলিল;—বোধ হয় ইন্দ্রনাথ আর—"কথা বাধা দিয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসিল,—"সেই—ই—ন্দ্র—না—?" বলিয়াই মহা লজ্জিতা হইল। বালিকার গণ্ডে রক্তিম আভা দেখা দিল। তরলা হাসিতে হাসিতে বলিল, "সেই তো আবার কে?" সরলা চুপ করিয়া রহিল। বোধ হয়, তাহার হৃদয়ে আনন্দের তরঙ্গ উঠিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তরলা তাহার স্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে আপনা আপনি কহিল,—"সর্ব্বদাই গোবিন্দগ্রামে অনেক ভাল ছেলের কথা শুনিতে পাই, কিন্তু ইন্দ্রনাথের মত ভাল

ছেলের কথা কখন ব'য়েতেও পড়ি নি। বোধ হয়, এই জন্যই তারে লোকে এত ভাল বাসে।" এই ব'লয়া ভগ্নীর মুখের দিকে স্নেহনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "সরলা রে! তোর কপালে কি এমন বর মিলবে?" মহালজ্জিতা সরলার সৌভাগ্যক্রমে দিদিকে কথান্তরে লইবার সুবিধা হইল। সে দূরে কয়েকটী ভদ্রবেশী পুরুষকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, "দিদি! ঐ বুঝি তাঁরা আসছেন!" তরলা "আয় ইন্দ্রনাথকে চিনাইয়া দিই সে" বলিয়া, মহা কুণ্ঠিতা সরলার হস্ত দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া সবলে লইয়া চলিয়া গেল।

পাঠক! বালিকা কি কখন গুণের পক্ষপাতিনী হয়?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কুটুম্ব-সকাশে।

প্রায় সন্ধ্যা; সূর্য্যদেব এখনও সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হন নাই। স্বর্ণ কিরণ পশ্চিম আকাশে চিক্ চিক্ করিতেছে। ঈশাম-পুরের কৃষকগণ গরু বাছুর লইয়া আপন মনে গাইতে গাইতে মাঠ হইতে বাড়ীর দিকে যাইতেছে। অগ্রেই বলিয়াছি, চৈত্র মাস; বিশেষ, আজ ঝড় বৃষ্টি কিছুই নাই, খুব গরম পড়িয়াছে; গাছের পাতাগুলি আস্তে আস্তে নড়িতেছে; কিন্তু সমস্ত দিন খর রৌদ্র পড়ায় এখনও গরম যাইতেছে না। মিত্র মহাশয় গরমে ঘরের ভিতরে না থাকিতে পারিয়া, প্রাঙ্গণে দুটিয়া

বেড়াইতেছেন। সারাদিন গাছের ছায়া পড়ায় তত রৌদ্র লাগে নাই; সুতরাং, বাহিরে বেড়ান তাঁহার পক্ষে একটু শান্তিপ্রদ হইতেছিল। দুই এক জন লোকও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল এবং তাঁহার কথার সত্যাসত্য বিচার না করিয়া হাঁ দিয়া যাইতেছিল। কর্ত্তা বলিলেন, "আজ খুব গরম পড়িয়াছে, না হে।" "আজ্ঞে হ্যাঁ, আজ খুব গরম। ঘরে থাকা দায়।" কর্ত্তা আবার বলিলেন, "কিন্তু এখানে শীতল বাতাস বহিতেছে।" অমনি পশ্চাদ্বর্ত্তী লোকগুলি মারি মারি করিয়া বলিয়া উঠিল,—"আজ্ঞে, আমাদের সরকারী বাড়ী খুব ঠাণ্ডা!" পল্লীগ্রামের জোতদার মহাশয়েরা এক রকম তাঁহাদের চতুষ্পার্শ্বস্থিত গ্রাম গুলির আদালত। গাঁয়ে যাহা কিছু হয়, তাহা তিনিই করেন, শাসনাদির ভার তাঁহারই উপর। খুব বড় গোছের হাঙ্গামাও আদালতের মুখ দেখে না। দারোগা সাহেবের প্রসাদে সমুদয়ই জোতদার মহাশয় করেন। লাভের অংশ হইতে কিছু কিছু দারোগাকে দিয়া থাকেন। বাটীতে আম কাঁঠাল প্রভৃতি যাহা কিছু হয়, কিছু কিছু দারোগা সাহেবের বাসায় যায় ও তাঁহার পরিবার আসিতে হইলে, বাসা ঘর তৈয়ারি করিবার বাঁশও যাইয়া থাকে। পূজা বা অন্য কোনও ব্যাপারাদি হইলে, দারোগা মহাশয়ের নিমন্ত্রণ হয়। এইরূপ নানা সুবিধা পাইয়া, দারোগা, জোতদারদের মতে মত দিয়া চলেন। দুই একটা মোকদ্দমা থানায় উপস্থিত হইলে, ফরিয়াদীদিগকে তাড়াইয়া দেন, কনেষ্টবল দিয়া গোপনে জোতদার মহাশয়কে খবর দেন। কাজে কাজেই জোতদার একরূপ চতুষ্পার্শ্বস্থিত গ্রাম সমুদয়ের হর্ত্তা কর্ত্তা ও বিধাতা। বড় জমিদার

হইলে, তো কথাই নাই, দারোগা তাঁহার গোলাম। টাকা বড় জিনিষ। ইহাতে সবই হয়। এক সূত্রে আমাদের মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে দুই এক জন লোক অনবরত থাকে। মিত্র মহাশয় লোক জন ছাড়া প্রায়ই থাকেন না। কেহ বলিতেছে, "কর্ত্তা, অমুক আমার "মফঃস্বলকে" গালি দিয়াছে; কেহ বা বলিতেছে, "কর্ত্তা ছেপনের জমিটা আমাকে বন্দোবস্ত করিয়া দেন, নজরের জন্য কিছু ভাবতে হবে না।" সে যাহা হউক, কর্ত্তা মহাশয়েরা যে আবার যথার্থ বিচার করেন, তাহা নয়। তাঁহাদের মোকদ্দমার ডিক্রী ও ডিস্‌মিস্ টাকার মধ্যে। যাহার টাকা আছে, সে দোষী হউক, আর নির্দ্দোষীই হউক, তাহার বিরুদ্ধে রায় দিতে হবেই হবে। যেন তেন প্রকারেণ কিছু টাকা আদায় হবেই হবে। বিচার কে চায়? গাঁয়ের মোড়ল গুলি কর্ত্তার বশ। তাঁহাদের কোন ইচ্ছা সাধন করিতে হইলে, কর্ত্তার নিকটে আসিয়া সেলাম দেয় ও কিছু নজর দাখিল করে। গোমস্তা মহাশয়দিগকে কিছু তহরী দেওয়াও হয়, অমনি কাজ সফল। বায়ু অগ্নির সমাগম, কে সামনে দাঁড়ায়! কর্ত্তাও তাহাতে রাজী হন, কারণ, মরুব্বী লোকগুলি হাতে রাখিলে, কিছু কিছু টাকা পাওয়া যায় ও চাঁদা ধরিবার দরকার হইলে তাহাদের দ্বারা লোকের চক্ষে ধূলা দিয়া কার্য্য সাধন করেন। পূজা কি কোনও বৃহৎ ব্যাপারাদি উপস্থিত হইলে টাকার বড় দরকার হয়। কর্ত্তা টাকা দিতে পারেন না কিন্তু নামটী বজায় রাখা দরকার। দুই একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করানও দরকার; সুতরাং, গরিব প্রজাদের সর্ব্বনাশ। মুরুব্বীদিগকে ডাকাইয়া পাঠান, ছল ছল চক্ষে বলা হয়, "ওহে, এবার আমার

বা বার্ষিক লোপ হইল!" অমনি মুরুব্বীরা সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"তাহাতে কি, কিছু চাঁদা তুলিলেই হইবে। বার্ষিক বন্ধ হইতে পারে না।" কিন্তু কেহ বুঝে না যে, তাহাতে গরীব প্রজাদের সর্ব্বনাশ! ফলতঃ, গাঁয়ের মুরুব্বীগুলি অত্যাচারী জমিদারের যন্ত্র। আবার অর্থলোভী জমিদারও তাহাদের অভীষ্ট সাধনের প্রশস্ত উপায়। এইরূপ সামান্য পল্লীগ্রামে যে কি হয়, তাহা কজন ভাবিয়া দেখেন ও কয়জন আলোচনা করেন? অপর পক্ষে ইহা আবার জমিদারদের শুধু দোষ নহে অনুকরণের পরিণাম। লোকের স্বভাব স্বতঃই অনুকরণপ্রিয়, যাহা দেখে তাহাই করে। আপনা হইতে উচ্চশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদিগের কার্য্যের ন্যায়ান্যায় বিচার না করিয়া অনুকরণ করে। বড় বড় জমিদার, রাজা, মহারাজা যাহা করেন, ছোট ছোট জোৎদার গোমস্তা তাহাই করিতে চেষ্টা করে। তাঁহাদেরও ইচ্ছা যে, তাঁহারা সেইরূপ ক্ষুদ্র গ্রাম কয়খানির মানুষ ব্যাঘ্র হন। পাঠক, আমাদের মিত্র মহাশয় এই জাতীয় একটী জোতদার।

ক্রমে গরম বাড়িতে লাগিল। সন্ধ্যাও হইয়া আসিল। মিত্র মহাশয় দুই এক জন লোক সঙ্গে বাটীর বাহির হইলেন। এ কথায় ও কথায় দুই এক পা করিতে করিতে একটী গাছতলায় গেলেন। গাছটি খুব পুরাতন, ডাল পালা খুব বড় বড়, ঝোপ্সা, অনেক স্থান ব্যাপিয়া আছে, নীচে ছায়া; সুতরাং, স্থানটী তত গরম নহে। বৃক্ষতলে একটী মাদুর বিস্তৃত; জন কত লোক তাস খেলিতেছে, কেহ বা ইস্তক নিস্তি কাবার করিতেছে, কাহারও হাতে হলদ, কাহারও হাতে পঞ্জাশ, এইরূপ

নানাবিধ, খেলার তরঙ্গ এবং গগনভেদী চীৎকার ধ্বনি উঠি-তেছে। তাস খেলা পল্লীগ্রামের একরূপ নিত্য কর্ম্ম। সকলেরই কিছু কিছু বিষয় আছে, তাহাতে পরিবারের মোটা ভাত কাপড় চলে, এবং পূজার সময় ছেলেদের দুই এক জোড়া জুতা ও পোষাক কিনিয়া দেওয়া হয়। অথচ, যে সামান্য বিষয়, তাহার কার্য্যাদি করিতে হইলে, তত সময় আবশ্যক করে না। ইহারা এক প্রকার নবাব বাড়ীর আলগে। ঘুম ভাঙ্গিলে, বিছানা হইতে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া "জমা খরচ" ও "বাকী" দুই এক ফর্দ্দ লিখিয়া তাস পেটিতে বসেন। স্নান করিবার সময় হইলে, স্নান করিতে যান। আহারান্তে একটু নিদ্রা দেন। তাহার পর, আবার খেলার তরঙ্গে হাবু ডুবু খাইতে থাকেন। কিন্তু ইহারা প্রায় সকলেই সরস্বতী দেবীকে পূজা করিয়া থাকেন, এবং দেবীর অনুগ্রহেই মাঝে মাঝে বঙ্কিম বাবুর বা মনোমোহন বাবুর দুই এক খানা বই পড়িয়া থাকেন। কখনও বা যাত্রার সুরের ঢেউ তুলিয়া মাইকেলের মেঘনাদবধ পড়া হয়।

মিত্রমহাশয় বেড়াইতে বেড়াইতে এই খানে যাইয়া দাঁড়াইলেন ও খেলার নানাবিধ সঙ্কেতাদি করিতে লাগিলেন। এইরূপ হেলিতে দুলিতে হাসির তরঙ্গে ও গম্ভীর চিন্তায় তাস ক্রীড়া চলিতেছে! এমন সময়ে তিনটি যুবক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তিন জনই প্রায় সমবয়স্ক, দুই এক বৎসরের ছোট বড় হইলেও হইতে পারে। তিন জনেরই জামায় কাল ফিতা। পল্লীগ্রামের লোক তাহাদিগকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া তাকাইয়া রহিল। জামায় কাল ফিতা এক নূতন দৃশ্য। কিন্তু কেহই সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না; কারণ,

ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিতে প্রায় সকলেই ধনুর্দ্ধর! মিত্র মহাশয় তাহাদিগকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া কিছু, অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবাজি, বাড়ীর সকলে ভাল ত?" অগ্রবর্ত্তী যুবক উত্তর করিল, "আজ্ঞে! হঁ।" অপর দুইটী মিত্র মহাশয়ের অপরিচিত; সুতরাং, তিনি বিশেষ আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর দিকে চলিলেন। পাড়াগেঁয়ে লোক—সকলেই তাঁহাদের দিকে তাকাইয়া রহিল ও পরস্পর কাণাকাণি করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে মিত্র মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল কথা, বাবাজি হাতে কাল ফিতা কেন?"

যুবক উত্তর করিলেন,—"কেন, বঙ্গবাসীতে কি পড়েন নাই, সুরেন্দ্র বাবুর কারারাস হইয়াছে?"

মিত্র। হাঁ পড়িয়াছি, কিন্তু তাতে আবার কাল ফিতা কেন?

যুবক। সকলেই তাঁহার জেল হওয়াতে শোক-চিহ্ন স্বরূপ এই কাল ফিতা ধারণ করিয়াছেন।

এইরূপ সুরেন্দ্র বাবুর মোকদ্দমা লইয়া নানাবিধ কথাবার্ত্তা ও সমালোচনা করিতে করিতে সকলেই মিত্র মহাশয়ের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

পাঠক! যাঁহার সহিত মিত্র মহাশয় পরিচিত ভাবে আলাপ করিলেন, ইনি আমাদের পূর্ব্বকথিত তরলার দেবর, ইঁহার নাম শ্যামাচরণ বিশ্বাস! অপর দুইটী যুবক ইঁহার বন্ধু ও এক গ্রামেই বাস। তন্মধ্যে, একটী ইন্দ্রনাথ সিংহ, জাতিতে কায়স্থ। অপরটীর নাম মাধবচন্দ্র রায়, জাতিতে ব্রাহ্মণ।

ইহাঁরা তিন জন সুরেন্দ্র বাবুর মোকদ্দমার জন্য চাঁদা আদায় করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে বেড়াইতেছিলেন এবং সেই জন্য এখানে আসিয়াছিলেন; বিশেষ শ্যামাচরণের মনোগত ভাব ছিল যে এই অবসরে ইন্দ্রনাথকে সরলাকে দেখাইবেন। সরলার সহিত যাহাতে ইন্দ্রনাথের বিবাহ হয়, ইহা তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল এবং ইন্দ্রনাথকে সরলার রূপ-গুণের কথা পূর্ব্বে অনেক বলিয়া সরলার প্রতি সম্পূর্ণ পক্ষপাতি করিয়া তুলিয়াছিলেন।

মিত্র মহাশয় বাটীতে আসিয়া তাঁহাদিগকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া বসাইলেন ও শ্যামাচরণের নিকট তাঁহাদের পরিচয় জ্ঞাত হইয়া নানাবিধ আলাপ করিতে লাগিলেন। এ দিকে ভাতৃবধূ ডাকায় শ্যামাচরণ তথা হইতে উঠিয়া বাটীর ভিতরে গেলেন। সকলেই তাঁহাকে দেখিয়া বাটীর কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্যামাচরণ যথাবিধ প্রণামাদি করিয়া বসিলেন। তাঁহার ভাতৃবধূ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আর কে কে আসিয়াছে?" শ্যামাচরণ বলিল, "ইন্দ্রনাথ ও মাধব"। তরলা ইহাঁদিগকে বিশেষরূপে জানিত; কারণ, ইহাঁরা শ্যামাচরণের সহিত সদাসর্ব্বদা তাঁহাদের বাটীতে যাইতেন এবং তরলার নিকট বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তরলার মা ভদ্রলোক বাটীতে আসিয়াছে বলিয়া জল খাবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ওদিকে মিত্র মহাশয় মাছ দুধ আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন। হিন্দু পরিবার ভদ্রলোক আসিয়াছে; খুব কাণ্ড কারখানা উপস্থিত। জল-খাবার প্রস্তুত হইল, বাটীর ভিতর হইতে সংবাদ আসিল। মিত্র মহাশয় ইন্দ্রনাথ ও মাধবকে সঙ্গে করিয়া বাটীর ভিতর

গেলেন। জলখাবার স্থানগুলি পৃথক্ পৃথক্ হয় নাই দেখিয়া মাধবচন্দ্র বসিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। মিত্র মহাশয় তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "তাহাতে কি? আমরা অত মানি না, তবে পাড়াগাঁয়ে থাকি, না করিলে লোকে দোষে; স্থানবিশেষে সবই হয়।" মাধব কিছু লজ্জিত হইয়া বসিলেন। নানাবিধ কথাবার্ত্তায় জল খাওয়া শেষ হইল এবং তাঁহারা পুনরায় বাহির বাটীতে গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দুই বোন।

ক্রমে রাত্রি হইল। নানাবিধ গল্পে সমাজ ও রাজকর্ম্মচারী-দিগের কার্য্যের অলোচনায় ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল ও অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল। পল্লীগ্রামে—সন্ধ্যা হই-লেই গৃহস্থগণ আহারাদি করিয়া শয়ন করে। কৃষকগণ সারা-দিন পরিশ্রমের পর যেই শয়ন করে, অমনি বিভোর নিদ্রায় মগ্ন হয়। সমস্ত গ্রাম নিস্তব্ধ। মিত্র মহাশয় রাত্র অধিক হইতেছে দেখিয়া মাধবচন্দ্রের রান্নার জোগাড় করিয়া দিতে বলিলেন। মাধববাবু বাটীর ভিতর একখানি ঘরে রান্না করিতে গেলেন। এ দিকে ইন্দ্রনাথ ও শ্যামাচরণের সহিত মিত্র মহা-শয়ের নানাবিধ আলাপ হইতে লাগিল, মাধববাবুর রান্না শেষ

হইল। তিনি ইন্দ্রনাথকে ডাকিলেন। মিত্র মহাশয়ের নিকট বিদায় হইয়া ইন্দ্রনাথ বাবু শ্যামাচরণ বাবুর সহিত মাধব বাবুর নিকটে গেলেন। মাধব বাবু ঘরের ভিতর আহার করিতে বসিয়াছেন; তাঁহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া নানাবিধ গল্প করিতে ছেন; এই সময়ে সরলা দুধ লইয়া আসিল। হিন্দু পরিবারের স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃই লজ্জাশীলা; বিশেষতঃ,অপরিচিত জনের সম্মুখে তাহাদের উপস্থিত হওয়ার অভ্যাস নাই, সমাজের নিয়মও নাই। সরলা অবিবাহিত ছিল; সুতরাং, তাহাকে দিয়া সরলার মাতা দুগ্ধ পাঠাইয়া দিলেন। শ্যামাচরণ বাবু ইন্দ্রনাথ বাবুকে সঙ্কেত করিলেন। সরলা ইন্দ্রনাথের গুণের কথা পূর্ব্বে তরলার মুখে অনেক বার শুনিয়াছিল। অবিবাহিত কন্যা থাকিলে, গ্রামের এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে ভাল ভাল ছেলের কথা অনবরত আন্দোলন হয়। বিশেষতঃ ইন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার মিশনরি কলেজে পড়িতেছেন, এবার এফ্, এ, পরীক্ষা দিবেন। সুতরাং, তাঁহার কথা লইয়া মিত্র মহাশয়ের বাড়ীর মধ্যে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছিল। সরলা দুধ দিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় ইন্দ্রনাথের দিকে তাকাইল, কেহ তাহা দেখিতে পাইল না। বালিকার সরলার হৃদয়ে কে যেন জিজ্ঞাসা করিল,"ইন্দ্রনাথ তোমার হইলে কেমন হয়?" "সরলা কোমল কুটিলতা-শূন্য সরল হৃদয়ে কি যেন প্রবেশ করিল! সে তাহা বুঝিতে পারিল না। বুঝিল না যে, সে পূর্ব্বেই ইন্দ্রনাথকে ভাল বাসিত এবং এখন এই দেখাতে সেই ভালবাসার স্রোত তাহার মনে দ্বিগুণ বেগে বহিল। প্রকৃত ও স্বর্গীয় ভালবাসার উৎপত্তি, প্রথমে গুণাবলী শ্রবণে বা দর্শনে;

তৎপরে, পরস্পরের সাক্ষাতেই হইয়া থাকে। তখন যে দেখিবামাত্র মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিতে প্রস্তুত না হয়, সে প্রাণ খুলিয়া আপনা ভুলিয়া ভাল বাসিতে পারে না। যাহার ভালবাসার প্রথম উৎপত্তির কারণ সামান্য পরিচয় মাত্র, যাহাতে উদ্বিগ্নতা নাই, চিন্তা নাই, সে ভালবাসার সুখই উদ্বিগ্নতা। দেখিবার জন্য অস্থির হওয়া, কাছে গেলে, আপনা ভুলিয়া যাওয়াই সুখ। সরলা ইন্দ্রনাথের কথা ভাবিতে ভাবিতে, তাঁহার প্রতিবিম্ব হৃদয়ে দেখিতে দেখিতে, অন্যমনস্ক হইয়া চলিয়া গেল। মাধব চন্দ্রের আহার শেষ হইলে, ইন্দ্রনাথ, শ্যামাচরণ ও মিত্র মহাশয় বাটীর ভিতর আহারে বসিলেন। বৈর্য্যশূন্য সচিন্তিতা বালিকা গোপনে বসিয়া একদৃষ্টে ইন্দ্রনাথের মুখ পানে চাহিয়া রহিল; কেহই তাহা দেখিতে পাইল না। অভূতপূর্ব্ব তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে তাহার হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল। কেমন হৃদয়ের নূতন ভাবের ভাব হৃদয়ে উঠিতে লাগিল, আবার হৃদয়ে মিশিতে লাগিল। ইন্দ্রনাথ সহসা মুখ তুলিয়া সরলতায় পূর্ণ দুইটী চক্ষু দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, সে চক্ষু দুইটীর দৃষ্টি তাঁহারই মুখের উপর নিপতিত। শরীরের শিরায় শিরায় বেগে রক্ত-স্রোত বহিতে লাগিল। আবার দেখিলেন, সেই দুইটী চক্ষু! হাতের গ্রাস হাতেই রহিল। আবার দেখিলেন, সেই দুইটী চক্ষু! তাঁহার আর আহার হইল না, আর একবার দেখিলেন, সেই দুইটী চক্ষু বিশিষ্ট এক অনিন্দ্য সুন্দর বদন! যাহা দেখিলেন তাহা এ জীবনে কখনও ভুলিবেন না। যদিও এই কন্যা আনিবার সময় পূর্ব্বে একবার দেখিয়াছিলেন, কিন্তু সে ভাল করিয়া দেখেন নাই। এইরূপে

চারি বার চারি চক্ষের মিলনের পর, ইন্দ্রনাথ সেই মুখখানি আর একবার দেখিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু আর দেখিতে পাইলেন না, সরলা মুখ লুকাইয়াছিল। আহারাদি শেষ হইলে ইন্দ্রনাথ, শ্যামাচরণ ও মাধবচন্দ্র বাহিরের ঘরে একত্র শয়ন করিলেন। মিত্র মহাশয় কিয়ৎক্ষণ তাঁহাদের সহিত নানাবিধ গল্প করিয়া চলিয়া গেলেন; কোথায় গেলেন, কেহই তাহা দেখিতে পাইল না। এদিকে, সরলা তাহার জ্যেষ্ঠা তরলার নিকট শয়ন করিতে গেল। দুই জন গভীর নিশিথে আজ হৃদয় খুলিয়া এক নূতন গল্প করিতে বসিল। সরলা আজ গভীর চিন্তাশীলা। তরলা মৃদুস্বরে সরলাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"সরলা, ইন্দ্রনাথকে দেখেছিস্?"

সরলা কোনও উত্তর করিল না। তাহার হৃদয়ে চিন্তার স্রোত বহিতেছে। কি উত্তর দিবে, ভাবিয়া কিছুই ঠিক্ করিতে পারিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে, অন্য একটা কথা লইয়া বলিল, "না দিদি! ইহাঁরা বেশ কার্য্য করিতেছেন; এই টাকা দিয়া বোধ হয়, সুরেন্দ্র বাবুর মোকদ্দমার আপীল হইবে।"

তরলা। ইহাঁদের গুণের কথা তোকে আর কি বলিব, দেশের জন্য যাহা করা উচিত, যাহা ইহাঁরা করিতেছেন।

সরলা। বোধ হয়, সকল দেশেই এইরূপ টাকা আদায়ের জন্য চেষ্টা হচ্ছে, ছুটী হওয়াতে ইহাঁদের খুব সুবিধা হই-য়াছে।

দুই ভগিনীর নানাবিধ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। ইন্দ্র-নাথের গুণের কথা শুনিয়া সরলা আহ্লাদিত হইল; কিন্তু, লজ্জায় কোন কথা বলিতে পারিল না। ক্রমে রাত্রি অধিক হইয়া

আসিল। সরলা ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িল। কিন্তু হায়! বালিকা সরলার চক্ষে আর আজ নিদ্রা নাই, আজ তাহার সম্মুখে ভবিষ্যতের অনন্ত ছবি! কোমল-প্রাণা আজ চিন্তার তরঙ্গে হাবু ডুবু খাইতে লাগিল। আজ তাহার হৃদয়ে শান্তি নাই, সে বালিকা-সুলভ চপলতা নাই। এক মুহূর্ত্তে বালিকা সংসারের কীট হইয়া পড়িল! জাগ্রৎ অবস্থায় সুখ ও দুঃখের স্বপ্ন দেখিতে লাগিল—প্রকৃতির সঙ্গে কোমল প্রাণটী আজ নিস্তব্ধ—নীরব প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণ মিশাইয়া আজ সে এক গভীর কথা ভাবিতে বসিল! এইরূপ চিন্তায় অনন্ত স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে সরলা নিদ্রাভিভূতা হইয়া পড়িল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রেমাঙ্কুর।

পর দিবস প্রভাত হইলে ইন্দ্রনাথ, মাধবচন্দ্র ও শ্যামাচরণ মিত্র মহাশয়ের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের গন্তব্য স্থানে গমনোন্মুখ হইলেন। মিত্র মহাশয় তাঁহাদিগকে যথা-রীতি সমাদর করিয়া পুনরায় আসিতে অনুরোধ করিলেন ও শ্যামাচরণকে গোপনে ডাকিয়া যাহাতে ইন্দ্রনাথের সহিত সরলার পরিণয়সম্বন্ধ স্থির হয়, এমত চেষ্টা করিতে বলিলেন। বন্ধুত্রয় কৈলাসপুর পরিত্যাগ করিয়া গ্রামান্তরে গমন করিলেন। নির্দ্দোষ সরলার প্রীতি ও শান্তি তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে অনন্তের

বক্ষে অনন্ত কালের জন্য লুক্কায়িত হইল। সমাজের চিন্তা আজ বালিকার কোমল হৃদয়ে নূতন প্রবেশ করিল। বিবাহের তীব্র দংশন আজ সে প্রথম অনুভব করিল। আত্মবিস্মৃতা পূর্ব্বে যে পর ছিল, তাহার ছবি কল্পনাতেও মনে আসিত না; আজ সে আপন হইতেও আপন, আজ তাহার ছবি হৃদয়ের স্বচ্ছ দর্পণে স্থির হইয়া রহিয়াছে; সংসারের অকূল সাগরে আজ বালিকা না বুঝিয়া, না ভাবিয়া, মনের আবেগে ঝাঁপ দিল। বালিকা-সুলভ ক্রীড়ার জিনিষে আজ তাহার আসক্তি নাই, প্রীতি নাই। দুঃখিনী সমাজ-পীড়িতা, অশান্তি-ভোগিনী জ্যেষ্ঠা তরলার দুঃখ-কাহিনীতে আজ তাহার সহানুভূতি হইল। আজ সরলার হৃদয়ে একটী নূতন দৃশ্যের সৃষ্টি হইল। আজ তীব্র মনঃশোচক সংসারের সমক্ষে বালিকা এক নূতন অভিনয় দেখাইতে যবনিকা তুলিল। ভবিষ্যৎ জ্ঞানশূন্যা, বিমোহিতা বালিকা বুঝিল না যে, এ দৃশ্যের আর শেষ নাই, এ যবনিকা আর ইহকালে পড়িবে না। ক্ষুদ্র তরণী যে অনন্ত ও অবিশ্রান্ত স্রোতে ভাসিল, সমস্ত জীবন চেষ্টা করিলেও আর সে কূলের দেখা পাইবে না। যে কূল একবার ছাড়িয়া তরণী চলিল, সে কূলে আর ফিরিবে না। সরলা আজ হইতে সংসার-যাতনার একটী কীট হইল। চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা আজ এক মুহূর্ত্তে প্রৌঢ়া হইল। তাহাকে দেখিলে যাহাই অনুভূত হউক, সরলার অভ্যন্তরিক ভাব প্রতিফলিত দেখিলে কেহ আর তাহাকে বালিকা বলিতে পারেন না। আজ হইতে তাহার চাপল্যের শেষ হইল। সংসারে সরলার আজ এক নূতন জীবনের সূচনা হইল। দেখিতে দেখিতে গেল; অধিক

হইয়া গেল, রৌদ্র খরতর হইয়া উঠিল। সরলার বাহ্যজ্ঞান নাই, শয়ন-গৃহে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সরলার মাতা গৃহস্থের কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকায়, কেহ তাহার অনুসন্ধান করিল না। অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজনই বা কি? এরূপ দৃশ্য এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব বলিলেও দোষ নাই। কাহারও সমাগম সরলার নিকট প্রীতিপ্রদ নহে; সুতরাং, সে একাকিনী থাকিয়া চিন্তার অনুকূল তরঙ্গে বাহিয়া চলিল। প্রণোয়ন্মত্তার চিন্তাই সুখ। কিন্তু তরলা কোথায়? তরলা তাঁহার স্নেহ-পুত্তলী প্রাণের ভগিনীর দুঃখে গলিয়া গেল; কিন্তু, জানিতে পারিল না, তাহার প্রিয়তমা সহোদরার দুঃখ কি?

এইরূপ যাতনায় সরলার এক দিন চলিয়া গেল। ইন্দ্রনাথ পরদিন বাটী ফিরিয়া যাইবার সময় আবার মিত্র মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। বাটীর ভিতর সংবাদ গেল, আজ সরলার হৃদয়ে আবার উচ্ছ্বাস—আজ সেই ইন্দ্রনাথকে আবার দেখিতে পাইবে। ইন্দ্রনাথ বাবু মিত্র মহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। সরলার আবার পূর্ব্ব চিন্তা ও উদ্বিগ্নতা উপস্থিত হইল সরলা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বসিল।

ক্রমে ক্রমে সরলার অন্যমনস্কতা, চিন্তা ও দুঃখ পরিবারস্থ সকলেই অবগত হইলেন; কিন্তু কেহই স্পষ্ট কিছু বুঝিতে পারিলেন না, কারণ, এই দৃশ্যটী তাঁহাদের নিকট অদৃষ্টপূর্ব্ব। চতুরা তরলা ভগিনীর দুঃখের কথা জানিবার জন্য একটী উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে, তিনি সরলার মনের কথা স্পষ্ট শুনেন। সরলার সমবয়স্কা তাহার একটী

জেঠীমাতা ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

হরকুমার মিত্রের বড় এক ভ্রাতা এই পরিবারস্থ ছিলেন। ইনি সহোদর নহেন, আপাততঃ বংশ-শ্রেষ্ঠ। বয়স ৬০ বৎসরেরও অধিক। যাঁহাকে আমরা সরলার সমবয়স্কা জেঠী বলিলাম, ইনি ইহাঁর চতুর্থ সংসারের পত্নী। কুসংস্কারের সমাজে পয়সা থাকিলে সমুদয়ই হয়। এই পয়সার বলে এবং কৌলীন্যের প্রাধান্যে মিত্র মহাশয়ের ভ্রাতা একটী অবলা বালিকাকে বিধবা করিতে—নির্ম্মম সমাজের অত্যাচার-শৃঙ্খলে আজীবন বদ্ধ করিতে—বিবাহ করিয়াছিলেন। অভাগিনী বালিকা কি করিবে? সমাজে স্ত্রীলোকের কথা কয়জনে শুনে? তাহাদের বিষয় কয়-জন নিঃস্বার্থভাবে চিন্তা করে? কয় জন হৃদয় পাতিয়া তাহা-দিগকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করে? সমাজ! তোমার এ চিত্র কবে মুছিয়া যাইবে? কবে তুমি অবলা রমণীর রোদনে কর্ণ-পাত করিতে শিখিবে?

সরলার জেঠীমাতা এক দিন তাহাকে আপনার ঘরে ডাকিয়া বলিলেন,—"সরলা, তোর মনের কথা আমাকে খুলিয়া বল্। তুই এত দুঃখিত হইয়া থাকিস্ কেন? পূর্ব্বেকার মত তত পড়িস্ না, চুপ ক'রে বসিয়া থাকিস্. আমা হ'তে যদি কিছু উপকার হয়, তাহা তোর দুঃখিনী জেঠি করিতে বাকি রাখ্‌বে না।"

সরলা ঈষৎ লজ্জিতা হইল, কোনও কথা বলিতে পারিল না। আজ সে কি উত্তর দিবে, আকাশ পাতাল খুঁজিয়া পাইল না। আজ প্রাণ খুলিয়া মনের কথা প্রকাশ করিতে পারিল না।

সরলার জেঠিমাতা আবার তাহাকে বলিলেন ;—

"কেন আজ তুই আমার সঙ্গে প্রাণখুলে কথা বল্‌ছিস্ না কেন? আমার কাছে তোর লজ্জা কি? তুই আমার কাছে খুলিয়া বল—"

সরলা তবুও নীরব। তাহার কিছুতেই বাক্য স্ফুট হইল না। অন্য কথা তুলিবার জন্য বলিল, "জেঠিমা, সেই দিন শ্যামাচরণ বাবুদের সঙ্গে যাহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে দেখেছ? তাঁহরা কিন্তু বেশ! সুরেন্দ্র বাবুর মোকদ্দমার চাঁদা আদায় করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে বেড়াতেছেন"—এই বলিয়া চুপ করিল. তাহার জেঠিমা আবার বলিলেন,—

"ও সব কথা থাক্, তুই তোর মনের কথা খুলে বল্ না।"

সরলা। বল্‌বো আর কি?"

কি বলিয়া সরলা নিস্তব্ধ হইল, আর কিছু বলিতে পারিল না। লজ্জাই বাঙ্গালী রমণীর ভূষণ। সরলার জেঠীমাতা সমুদয় বুঝিতে পারিল। সরলাকে ডাকিয়া গোপনে সমুদয় বলিয়া বলিলেন যে, সরলা ইন্দ্রনাথের পক্ষপাতিনী হইয়াছে; গুণের পক্ষপাতী কে কার নয়? ক্রমে ক্রমে এ কথা পরিবারস্থ সকলেই জানিতে পারিলেন। সরলার মাতা ও পিসীমাতা মিত্র মহাশয়কে এই কার্য্যে সুস্থির করিবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিলেন এবং তিনি যথোচিত চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

তিনি এ বিষয় শ্যামাচরণ বাবুকে লিখিলেন এবং যাহাতে এই কার্য্য সুস্থির হয়, এরূপ চেষ্টা করিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। শ্যামাচরণ বাবুর পূর্ব্ব হইতেই এই ইচ্ছা ছিল এবং তিনি এ বিষয় ইন্দ্রনাথ ও তরলাকে অনেকবার

বলিয়াছিলেন। এক গ্রামে বাড়ী, নিজেই ইন্দ্রনাথের পিতার নিকট এ কার্য্য উপস্থিত করিলেন। তিনি কথায় কথায় বলিলেন,—"ইন্দ্রনাথের কৈলাসপুরে হরকুমার মিত্রের মেয়ের সহিত বিবাহ দিলে মন্দ হয় না; মেয়েটি বেশ। এবং মিত্র মহাশয় আভ্যংশেও শ্রেষ্ঠ।

ইন্দ্রনাথের পিতা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "কেন, তিনি কি কিছু লিখিয়াছেন? তা বেশ, তোমাদের দশ জনের যা মত হয়, তাহাই হবে। মেয়েটী ভাল হইলেই হইল।"

শ্যামা। মেয়েটী খুব সুন্দরী ও কর্ম্মিষ্ঠা, আমি নিজে বেশ ভাল করিয়া দেখিয়াছি।

ইন্দ্রনাথের পিতা বলিলেন,—

"তা বেশ ঠিক্ করে, কথা বার্ত্তা স্থির কর। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ কোথা হয়, তাহা কি বলা যায়?"

"আমি তবে তাঁহাকে আসিতে লিখিয়া দিই। তিনি নিজে আসিলেই সমুদয় স্থির হইবে।"

ইন্দ্রনাথের পিতা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, তাঁর সঙ্গেই এ সমুদয় কথা বার্ত্তা হইবে। তিনি এলেই যাহা হয়, একটা স্থির হইবে। তোমাদের দশ জনের যেখানে ইচ্ছা, সেই স্থানেই ত হবে। তার জন্য ভাবনা কি? মেয়েটী কি বুদ্ধি?

শ্যামা। বয়স বছর চোদ্দ হবে।

শ্যামাচরণ কথা বার্ত্তা একরূপ স্থির করিয়া, মিত্র মহাশয়কে লখিলেন এবং বিবাহ লইয়া খুব আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সকলেরই ইচ্ছা, ইন্দ্রনাথের সহিত বিবাহ হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—•—

পরিণয় বারতা।

গ্রীষ্মের ছুটী শেষ হইল। ইন্দ্রনাথের কলিকাতায় যাইবার দিন নির্দ্ধারিত হইল। শৈশবকালে ইন্দ্রনাথের মাতার কাল হয়; সুতরাং তাঁহার পিতা তাঁহাকে অধিক ভাল বাসিতেন। মাতৃস্নেহ ও পিতৃস্নেহ উভয়েই তাহাতে সমভাবে বর্ত্তিয়াছিল। ছেলে এম্ এ, পড়ে। তাঁহার বিবাহে পয়সা আনিবেন বই ঘর হইতে বাহির করিবেন না, এ দিকে, মিত্রমহাশয় কুলীন। তাঁহার নিকট ন্যায়তঃ কিছু পাওয়া যাইতে পারে না। বিশেষ তরলা বিবাহের পরেই বিধবা হয়; সেই ঘরে ছেলের বিবাহ দিলে, ভাল মন্দ যদি কিছু ঘটে? এইরূপ ইতস্ততঃ করিয়া তিনি কিছু বিশেষ মত দিলেন না; বরং, ভাবে কিছু অমতই লক্ষিত হইল। শ্যামাচরণ বাবু ইন্দ্রনাথের মতামত স্পষ্ট জানিবার জন্য এক দিন তাঁহাকে, একাকী ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাই, আমায় তুমি স্পষ্ট করিয়া বল; যদি তোমার এ বিবাহে ইচ্ছা থাকে, আর তোমার পিতা এ কথা জানিতে পারেন, তাহা হইলে, অবশ্যই বিবাহ দিবেন, অন্ততঃ দেওয়া উচিত্।"

ইন্দ্রনাথ বিষম সমস্যায় পড়িলেন। কি উত্তর দিবেন; ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিলেন না। পাছে মত দিলে, পিতা অসন্তুষ্ট হন। এইরূপ নানাবিধ কথা ভাবিতে লাগিলেন। তার পর, মৃদুস্বরে বলিলেন, "এ বড় কঠিন কথা! আমি কি

করিয়া মত দিই ? পিতার মত কি অমত কিছুই জানি না। আমি তাঁহার এক মাত্র পুত্র, আমা হইতে যাহাতে তিনি কোন প্রকার কষ্ট না পান, এই আমার ইচ্ছা।”

শ্যামাচরণ। তাহা অবশ্যই তোমার কর্ত্তব্য ; কিন্তু এ কার্য্যে তুমি যদি মত দাও, তাহা হইলে, তাঁহার অসন্তোষের কোন বিশেষ কারণ নাই ; কারণ, মিত্র মহাশয় জাত্যংশে শ্রেষ্ঠ এবং ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা।

ইন্দ্রনাথ। তবু আমার মতামত বলা ভাল দেখায় না। পাত্রী খুব ভাল আমি স্বীকার করি ; কিন্তু আমি পূর্ব্বে কোন কথাই বলিব না। তাঁহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইবে।

শ্যামা। যাহা হউক, দেখা যাক্ কি হয়। তিনি ত স্পষ্ট কিছুই বলেন নাই। মিত্র মহাশয় আসিলেই সমুদয় ঠিক্ হইবে। তোমার কলিকায় যাইবার দিন কি ঠিক্ হ'লো ?

ইন্দ্র। আগামী মঙ্গলবারে যাইব। ভাই, দুইটী কর্ত্তব্য উপস্থিত, পূর্ব্বে কোন কথা বলিলে, বাবা পাছে অসন্তুষ্ট হন, এই ভয়। আমার মত তাঁহাকে কিছু বলিবার দরকার নাই। তিনি যাহা করেন, তাহাই হইবে।

শ্যামা। যাহা ভাল মনে কর, তাহাই কর।

ইন্দ্রনাথ এইরূপ অনেক ভাবিয়া নিজের মত কিছুই স্পষ্ট বলিলেন না। পিতা যাহাতে মনে কষ্ট পান, এরূপ তাঁহার ইচ্ছা নয়। যদি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলে জীবন পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দিতে হয়, ইন্দ্রনাথ তাহাতেও অসম্মত ছিলেন না। আবার, একটী বালিকা তাঁহাকে ভালবাসিয়া আপনাকে ভুলিয়াছে। ইন্দ্রনাথের দুইটী কর্ত্তব্য উপস্থিত ; কি করিবেন, ভাবিয়া

ঠিক্ করিতে পারিলেন না। পিতার তুষ্টি সাধন করিতে আত্ম-বিসর্জ্জন করিবেন, না সমাজের কর্ত্তব্য অনুধাবন করিবেন ?

আজ ইন্দ্রনাথের কলিকাতায় যাইবার দিন। ইন্দ্রনাথ তাঁহার গমনের আবশ্যকীয় জিনিষগুলি ক্রমে ক্রমে সাজাই-লেন। গাড়ীর সময় উপস্থিত হইল। ইন্দ্রনাথ পিতাকে ও বাটীর অন্যান্য সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম করিয়া যাত্রা করি-লেন। এক মাত্র সন্তান, বার্দ্ধক্যের অবলম্বন। ইন্দ্রনাথের পিতা পুত্রকে ছল ছল চক্ষে বিদায় দিলেন। কলেজ খুলিয়াছে তিনি রীতিমত পড়াশুনা আরম্ভ করিলেন। এ দিকে, বিবাহ লইয়া বাটীতে খুব আন্দোলন চলিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে কালের অনন্ত আকাশে তিন মাস মিশিয়া গেল। এই সময়ে মধ্যে কত অসংখ্য লোকের অদৃষ্টের ফলা-ফল নিরূপিত হইল ; কিন্তু কই, আমাদের সরলার কি হইল ?

পরে, এক দিন মিত্র মহাশয় শ্যামাচরণ বাবুর পত্রানুসারে তাঁহার বাটীতে আসিলেন। পূর্ব্বেই নির্দ্ধারিত ছিল যে, এই দিন তিনি ইন্দ্রনাথের পিতার সহিত বিবাহ সম্বন্ধে সমুদয় সাক্ষাৎ স্থির করিবেন এবং ইহাতে তিনিও স্বীকৃত ছিলেন। মিত্র মহাশয় শ্যামাচরণ বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইয়া আহারা-দির পর, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ইন্দ্রনাথের বাটীতে গেলেন। ঘটনা ক্রমে, ইন্দ্রনাথের পিতা কোন কার্য্য বশতঃ সে সময়ে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন। মিত্র মহাশয় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন ; কিন্তু দেখা হইলনা। তিনি কিঞ্চিৎ ক্ষুন্ন হইয়া শ্যামা-চরণের সহিত ফিরিয়া আসিলেন। মিত্র মহাশয়ের মন ফিরিল

হৃদয়ে এক নূতন অভিমান উপস্থিত হইল। পরে শ্যামাচরণ বাবুকে বলিলেন,—"বাপু, তাঁহাদের কেমন ব্যবহার! বলিয়া পাঠাইয়াছিলাম, আজ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিব; কিন্তু তিনি বাটীতে নাই। ইহাতে প্রকারান্তরে জানা গেল যে, তাঁহাদের বিশেষ আগ্রহ নাই; তবে আমাদেরই বা এমন কি! আর কি সংসারে পাত্র নাই? না হয়, আমার মেয়ে গরীবের ঘরে যাবে। তার কি আর দুটো ভাত জুট্‌বে না?"

শ্যামাচরণ বাবু কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন,—"হাঁ, তাঁহাদের ভাবগতিক কিছু বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহারা ত কিছুই স্পষ্ট করিয়া বলেন না।"

মিত্র। তিনি ত আর জাত্যাংশে ধনমানে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নন যে, আমি তাঁহার ছেলের সহিত কার্য্য সুস্থির করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইব। তোমার খোঁজে কি আর পাত্র নাই? যাহা হউক, একটা পেলেই হইবে, আমি বিবাহ স্থির করিয়া যাইব।

শ্যামা। কেন থাক্‌বে না? ইংরাজী স্কুলের চতুর্থ শিক্ষক রাজনাথ বাবুর সঙ্গে দিলেই হইতে পারে। তাঁহাদের বেশ সঙ্গতিও আছে; তাঁহার উপাধি বিশ্বাস—

মিত্র। তাঁহার অভিভাবক কে?

শ্যামা। তাঁহার বড় ভাই তিনিও এখানে চাকুরী করেন।

মিত্র। বাবা, তোমার উপর এই ভার রহিল। আমার বিশেষ অনুরোধ, যাহাতে এই কার্য্য সুস্থির হয়, এরূপ করিবে। সিংহ মহাশয় কি মনে করিয়াছেন যে, তাঁহার ছেলে ভিন্ন সংসারে আর পাত্র নাই? তবে ছেলেটী বেশ! এই জন্যই বাড়ীর সক-

লের ও আমার বিশেষ মত ছিল। তা তাঁহাদের বারই পাওয়া ভার। আমারই কি তবে মাতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত! সে যাহা হউক, তুমি এই কার্য্যটার জোগাড় দেখ।

শ্যামা। তাহা হ'ক, পাত্র অনেক আছে। তবে ইন্দ্রনাথ ছেলেটী খুব ভাল ছিল।

মিত্র। তা বোলে আর কি ক'র্‌বো? আমার ত অমৃত ছিল না। দেখ্‌লে ত, তিনি কত অপমান কল্লেন?

শ্যামা। তা ত দেখলাম তবুও—

মিত্র। তবুও? তবে কি তুমি বল; আবার অপমানিত হব?

শ্যামাচরণ বাবু মিত্র মহাশয় একটু বিরক্ত হইয়াছেন বুঝিয়া পুনরায় বলিলেন, "সে যাহা হউক, যাহাতে এ কার্য্য হয়, এরূপ চেষ্টা করিব, এবং সমুদয় স্থির করিয়া আপনাকে লিখিব।"

মিত্র মহাশয় এইরূপ নানাবিধ কথাবার্ত্তার পর, কিছুতেই ইন্দ্রনাথের সহিত বিবাহ দিবেন না স্থির করিয়া, পরদিন প্রাতঃকালে বাটী ফিরিয়া গেলেন।

রাজনাথের বাটী——জেলার সন্নিকট একটী গ্রামে। ইনি সেই জেলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া——সবডিভিসনের স্কুলের চতুর্থ শিক্ষক হইয়াছিলেন। ইহাঁর ভ্রাতা দেবনাথ বাবুও সেইখানে চাকরী করিতেন। রাজনাথ বাবু গ্রামে খুব 'ব্রাহ্ম' বলিয়া খ্যাত ছিলেন এবং নিয়মিত ব্রাহ্মসমাজে যাইয়া উপাসনা করিতেন।

এ দিকে, শ্যামাচরণ বাবু অনেক চিন্তার পর, ঐ স্কুলের তৃতীয়

শিক্ষক মতিলাল বাবুর দ্বারা কথা উত্থাপিত করাইলেন। মতি-লাল বাবুর সঙ্গে রাজনাথ বাবুর খুব ভাব ছিল এবং ইঁহার নিকট শ্যামাচরণ বাবু ও ইন্দ্রনাথ বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন। শ্যামাচরণ বাবু সেই দিন প্রাতঃকালেই মতিলাল বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলেন, এবং অনেক কথাবার্ত্তার পর, বলিলেন,—"আপনার নিকট একটী কথা আছে।" মতিলাল বাবু কিঞ্চিৎ আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি কথা?

শ্যামা। আমার ভ্রাতৃজায়ার একটী ভগিনী আছে এবং মেয়েটি বেশ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও গুণবতী। বোধ হয়, শুনিয়া থাকিবেন, ইন্দ্রনাথের সহিত এ কার্য্য উপস্থিত হইতেছিল, কিন্তু এখন হইল না।

মতি। কেন, ইন্দ্রনাথ ত বেশ ছেলে?

শ্যামা তাহার পিতার তত মত নহে এবং সেও কিছু স্পষ্ট করিয়া বলে না। রাজনাথ বাবুর সঙ্গে হ'লে কিন্তু বেশ হয়। এ বিষয় আপনি চেষ্টা করিলে, হইতে পারে।

মতি। তা বেশ, আমি তাঁহাকে ও তাঁহার দাদার নিকট বলিব, তা রাজনাথ পাত্র মন্দ নয়।

এইরূপ অনুরোধ করায়, মতিলাল বাবু এ বিষয়ে সবিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিতে স্বীকৃত হইলেন। অন্যান্য অনেক কথার পর, শ্যামাচরণ বাবু চলিয়া গেলেন। মতিলাল বাবু স্নান আহার করিয়া স্কুলে গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দুই বন্ধু।

স্কুলের ছুটী হইলে, মতিলাল বাবু বাটীতে আসিয়া হাত মুখ ধুইয়া রাজনাথ বাবুর নিকট গমন করিলেন। পরে মতিলাল বাবু নানাবিধ কথাবার্ত্তার পর, বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন। রাজনাথ বাবু সরলার কথা ইন্দ্রনাথ ও শ্যামাচরণের নিকট শুনা অবধি তাহার গুণের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন; সুতরাং কথার উত্থাপন হইবামাত্র ভাবান্তরে এক প্রকার-স্বীকার হইলেন এই বিবাহে ইন্দ্রনাথের মত কি অমত, সে বিষয় এক বারও, ভাবিলেন না। এমন কি, মতিলাল বাবুকেও এ কথা একবার জিজ্ঞাসা করিলেন না। কেবল মাত্র বলিলেন, "হ'লে মন্দ, হয় না; কিন্তু দাদাকে বলার ভার তোমার উপর।" তৃষ্ণায় রাজনাথের সমুদয় জ্ঞান আচ্ছন্ন হইল, একবারও ভাবিলেন না—বালিকা সরলা ইন্দ্রনাথকে ভাল বাসিয়াছে। রাজনাথ কল্পনায় সুদীর্ঘ হার গাঁথিতে লাগিলেন; কিন্তু দেখিলেন না, তাঁহার ভবিষ্যৎ আকাশ হইতে চাঁদ খসিয়া পড়িল।

এক কথা দুই-কথা করিয়া সমাজ লইয়া, হিন্দু বিবাহের রীতি লইয়া দুই জনের মধ্যে নানাবিধ কথা বার্ত্তা চলিতে লাগিল। বর্ত্তমান সমাজে যে নিদারুণ শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হয়, কুসংস্কারে কুনীতিতে দেশ যেরূপ প্লাবিত হইতেছে, হিন্দু বিধবার দুঃসহ যন্ত্রণা প্রভৃতি লইয়া নানাবিধ গবেষণা করিতে

লাগিলেন। দুই জনের হৃদয়ই দেশের হীনবস্থায় বিগলিত হইয়াছে এবং দুই জনেরই দীক্ষামন্ত্র প্রকৃতরূপে ধর্ম্ম সংস্থাপন করা, কুনীতি ও কুসংস্কারের সহিত হৃদয় পাতিয়া বিবাদ করা! ক্রমে ক্রমে রাজনাথ বলিলেন,—"ভাই, বিবাহ বড় গুরুতর ব্যাপার; বিশেষ আমাদের সমাজে তো একটা ভয়ঙ্কর কাজ। তোমার কাছে আমার কিছুই অপ্রকাশ্য নাই। আমি মনের কথা খুলিয়া বলিতেছি যে, এ বিবাহে আমার কোন আপত্তি নাই; কারণ, ইহা অপেক্ষা আর সুবিধা মত বিবাহ আমাদের সমাজে হইতে পারে না।"

মতি। হাঁ, শুনিয়াছি মেয়েটী খুব শান্ত-স্বভাবা ও দেখিতে বেশ উত্তমা। ভাল ভাই, তুমি কি নিজে দেখিয়াছ?

রাজ। নিজে যদিও দেখি নাই, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে সত্য, প্রকৃত ও বিশেষ সংবাদ রাখি। বিবাহ করিতে হইলে এইরূপই করা উচিত।

পাঠক, বুঝিতে পারেন, এ তৃষ্ণা' কেমন? এ তৃষ্ণা'কে আমরা কি বলিয়া বুঝাইয়া দিব। যাহাকে কোন দিন দেখি নাই, কেবল যাহার কথা লোকের মুখে শুনিয়াছি, তাহার প্রতি কিরূপ ভালবাসা হয়? রূপের ভালবাসা কি স্বর্গীয় ভালবাসা? ভালবাসার প্রথম নেতা চক্ষু। ইতিহাস কার্য্যের স্মরণ, গুণবত্তার কার্য্যতঃ দৃষ্টান্ত দেখিলে, মহৎ হৃদয়ের প্রতি ভক্তি ও প্রেম হয় বটে; কিন্তু এ তাহা নহে। আমি ইহা রাজনাথের রূপের রূপ-লালসা বলি। হৃদয়ের আবেগ কয়জন সংবরণ করিতে পারে? নব তৃষ্ণা কে নিবারণ করিতে পারে? প্রজ্জলিত শিখার উর্দ্ধগতি কে বাধা দিতে পারে? যে পারে, তাহার হৃদয়ে

নৈসর্গিক তেজঃ, তাহার হৃদয়ে কর্ত্তব্যের বল, হিতাহিত জ্ঞানের বল অতি গুরুতর।

মতি। যাই হ'ক ভাই, আমাদের সমাজের নীতি যেরূপ তাহাতে বিবাহ করা একটী হৃদয় বিদারক কথা। যে আচরণ সংসারের সঙ্গী দুঃখের দোসর, ধর্ম্মের সহায়, হৃদয়ের অবলম্বন, তাহাকে ইচ্ছানুসারে যে সমাজ গ্রহণ করিতে দেয় না, তাহার অস্তিত্ব কয় দিন থাকিতে পারে? আমাদের অবস্থা এত হীন হইয়া পড়িয়াছে যে, আর কিছুতেই চলে না। যে দিকে তাকাই যে নীতি আলোচনা করি, প্রত্যেক বিষয়েই নিরাশা। চতুর্দ্দিকে কেবল বিভিষিকা। তবে চেষ্টার ফল নিশ্চয়ই হইবে, কেবল এই ভরসা। তবে আমি যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে মেয়েটী মন্দ বোধ হয় না। এ বিবাহে কিছু ভাল হইলেও হইতে পারে। বিশেষ, তোমার যখন কিছু আপত্তি নাই তখন আর যখন তোমাদের মধ্যে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ কুলীন, সুতরাং তোমার বাড়ীর অন্য সকলের অমত হওয়ায় কোন বিশেষ কারণ দেখি না। শুনিলাম, ইন্দ্রনাথের পিতা এ বিষয়ে তত যত্ন করিতেছেন না।

রাজ। হাঁ, আপত্তি কিছুই নাই। তবে তুমিই শ্যামাচরণকে বলিও যে, সে যেন ও পক্ষে চেষ্টা করে।

দুই জনের এইরূপ নানাবিধ কথাবার্ত্তা হইয়া তাহাদের মধ্যে একরূপ স্থির হইল; রাজনাথের তত কিছু বিবেচনা হইল না। রাজনাথ রূপ লালসায় বিমূঢ় হইয়া ভবিষ্যৎ আঁধার দেখিলেন। ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিল; অন্ধকার ক্রমে ঘনীভূত হইয়া আসিল। তাঁহারা দুই জনে পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব বাটীতে চলিয়া গেলেন। রাজনাথ

তাঁহার নিজের ঘরে বসিয়া একাকী আকাশ পাতাল অনেক কি ভাবিতে বসিলেন তাহার স্থির নাই। তিনি কল্পনায় একবার আকাশের প্রীতিভরা চাঁদখানি তাঁহার পাশে দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন, কে যেন তাঁহাকে হাত বাড়াইয়া ডাকিতেছে, কে যেন কতকগুলি ফুল আনিয়া উপহার দিতেছে; কিন্তু ফুলের ভিতরে যে কীট, তাহা দেখিতে পাইলেন না। আঁধারে দেখিতে পাইলেন না যে, এ কীট সে ফুল ছিন্ন ভিন্ন করিবে। ভাবিতে ভাবিতে রাজনাথ নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। সেই স্বপ্ন—সেই সুখের স্বপ্ন—সেই কল্পনায় গাঁথা সুদীর্ঘ হার সম্মুখে ঝুলিতেছে!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—•—

আশায়-নিরাশ।

ক্রমে ক্রমে বিবাহের সমুদয় সুস্থির হইয়া গেল। রাজনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে পত্র করিতে গেলেন। মিত্রমহাশয় যথেষ্ট আদর করিলেন। বালিকার মস্তকে এ সংবাদে বজ্রাঘাত হইল। সেই দিন মিত্র মহাশয়ের একটী শিশু সন্তান পীড়িত ছিল; সুতরাং এ আমোদে কেহ অন্তরের সহিত যোগ দিতে পারিল না। মিত্র মহাশয়ের বহির্ব্বাটীতে চণ্ডীমণ্ডপে পুরোহিত অভ্যাগত সকলকে অভ্যর্থনা করিয়া পত্র সুস্থির করিতে বসিলেন। কিছুক্ষণ পরেই ক্রন্দনের রোল শুনা গেল; সকলের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, সকলেই ব্যস্ত হইয়া

পড়িল। জানা গেল, মিত্র মহাশয়ের শিশুটী ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। কপটতাময়, যন্ত্রণার আঁধার সংসারের সমস্ত যাতনা না জানিয়াই পাপসংসার ত্যাগ করিয়া গেল। পরিবারস্থ সকলেই চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মিত্র মহাশয়ের ভগ্নী তাঁহাকে অনেক নিষেধ করিলেন; আত্মীয় স্বজন সকলেই নিষেধ করিতে লাগিলেন যে, পত্র করিয়া আর প্রয়োজন নাই; কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহা শুনিলেন না। ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া, মমতায় কুঠারাঘাত করিয়া, পত্র করিলেন ও বিবাহের দিন সুস্থির করিলেন।

সে রাত্রি ক্রন্দনের রোলে দুঃখে, নির্ম্মমতায় অতিবাহিত হইল। কেহই হতভাগিনী সরলার কথা আর ভাবিল না। দুখিনীর হৃদয় যে আজ শ্মশান হইল, এ কথা আর কেহ ভাবিল না। কেবল সেই স্নেহময়ী অনাথিনী তরলার চক্ষু হইতে দুই বিন্দু জল সরলার জন্য পড়িল।

মান রক্ষার দায়ে মিত্র মহাশয় হৃদয়ে কুঠারাঘাত করিলেন। জাতি অভিমানে পুত্রশোক ভুলিয়া গেলেন। পৃথিবীর গতিই এই। সমাজে মান ভালবাসার চেয়ে আদরের জিনিষ। মিত্র মহাশয় পত্রাদি দ্বারা ঠিক্ করিলেন যে, বিবাহ রাজনাথের ভ্রাতার চাকরী স্থলে হইবে; কারণ, বাটীর সকলে নানাবিধ বাধা বিঘ্ন দিতেছে, বিশেষ সেখানে কন্যা লইয়া যাইয়া বিবাহ দিলে, খরচেরও অনেক সুবিধা হইবে।

* * * *

ইন্দ্রনাথ কলিকাতায় বাহির সিমলায় থাকেন। তিনি তাঁহার আর কতকগুলি বন্ধুদিগের সহিত এই বাসা করিয়া

আছেন; চৈত্র মাস কলিকাতা ভয়ানক গরম। তাহার পর, চারিদিকে ভয়ানক ওলাউঠা বসন্ত ইত্যাদি। পরীক্ষা নিকট; দুই প্রহর বেলায় ইন্দ্রনাথ একমনে বসিয়া পড়িতেছেন; এই সময় ডাক হরকরা চিঠি লইয়া আসিল। ইন্দ্রনাথের একখানা চিঠি ছিল, তিনি হাতে করিয়া দেখেন, শ্যামাচরণের লেখা। আগ্রহ সহকারে চিঠি খুলিলেন। খুলিয়া দেখেন, তাহার ভিতর এক খানা চিঠি—সেই তরলার হাতের লেখা। তাঁহার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল—চিঠি পড়িবার জন্য তাঁহার ঔৎসুক্য প্রবল হইল। কি হইয়াছে এই ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, তাঁহার মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল; চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলেন, মাথা ঘুরিতে লাগিল, কিন্তু ঠিক্ করিতে পারিলেন না। অবশেষে হতাশ হৃদয়ে তাঁহার একটী বন্ধুকে ডাকিয়া অতি দীন অন্তঃকরণে চিঠিখান দিলেন। দিয়া বলিলেন, চিঠিখানি পড়। তিনি পড়িতে লাগিলেন;—

"ইন্দ্র! মিত্র মহাশয় ঐ বিবাহে তোমার পিতার অমত ও তোমার তত আগ্রহ নাই জানিতে পারিয়া, একরূপ নিশ্চেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা রাজনাথের-সহিত বিবাহ ঠিক করিয়াছেন। রাজনাথেরও এ বিবাহে সম্পূর্ণ মত আছে। বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত ও পত্র করা হইয়াছে। কিন্তু ভাই, তাহার পর, যাহা জানিতে পারিলাম, তাহা অতি ভয়ানক। যে চিঠি পাঠাইলাম, পড়িয়া দেখিও। অধিক লেখা বাহুল্য। ইতি—

তোমার

"শ্যামাচরণ।"

ইন্দ্রনাথের বন্ধু দুইখানি চিঠি আদ্যোপান্ত পড়িয়া বিষণ্ণ অন্তঃকরণে দীননয়নে তাঁহার দিকে একবার তাকাইলেন। কাহারও কোন কথা নাই; গভীর নিস্তব্ধতা রাজত্ব করিতে লাগিল। খানিক পরে, ইন্দ্রনাথ বলিলেন, "এখন কি করা উচিত? আমার প্রাণ দিয়া যদি সংসারে একজন কীটাণু-কীটকে রক্ষা করা যায়, তাহাতেও আমি বিশেষ সম্মত। আর একজন বালিকা ভাই, আমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। আমার কি ঐ সময়ে চুপ করিয়া থাকা উচিত?

বন্ধু। ভাই, সে দোষ তোমার, আর তোমার বাটীর লোকের। তুমি যদি পূর্ব্ব হইতে একটু বিশেষ আগ্রহ দেখাইতে, তাহা হইলে, এরূপ হইত না। এখন সময় চলিয়া গিয়াছে আর ত কোন উপায় দেখি না। এখন যদি সমাজের মূলে আঘাত করিতে পার, তাহা হইলে হয়।

ইন্দ্র। যে ভুল হইয়াছে, তাহার ত কোন উপায় দেখি না। আমার মনে যা হ'চ্ছে, তাহা মনই জানে; আর সেই সর্ব্ব-নিয়ন্তা জানেন! এখন কি করি?

বন্ধু। উপায়ত কিছুই নাই, তবে একবার চিঠি লিখিয়া দেখা উচিত। ব্যাপারটী কতদূর গড়াইয়াছে বুঝিতে পারিতেছ?

দুই জনের এইরূপ নানাবিধ কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। অনেক আলোচনার পরে, ঠিক্ হইল যে, এরূপ কোন চিঠি দেখা যাউক, যাহাতে ইন্দ্রনাথের পিতা এ বিষয় জানিতে পারিয়া সবিশেষ চেষ্টা পান।

সংবাদ গেল। ইন্দ্রনাথের খুল্লতাত এ বিষয় সমুদয় বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার পিতারও তখন নয়নে জল আসিল, বুঝিতে

ভাবিতে পারে? বিশেষ এ সব কথা জাতি মান লইয়া। মেয়েকে অন্ত বিবাহ দিলে ত এক রকম বিধবা বিবাহ হইল। আপনাদের এত দরকার থাকিলে পূর্ব্বেই চেষ্টা করা উচিত ছিল।"

ইন্দ্রনাথের খুল্লতাত এইরূপ নানাবিধ অনুনয়ের পর, হতাশ হইয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন।

তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও বাটীর অন্যান্য সকলে এ সংবাদে বড়ই দুঃখিত হইলেন; কারণ, ইন্দ্রনাথ একমাত্র ছেলে, যাহাতে তাঁহার মনে কষ্ট না হয়, এই সকলের চেষ্টা। সকলেই বিষাদে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

কুসংবাদ বাতাস অপেক্ষা শীঘ্র প্রচারিত হয়। ইন্দ্রনাথ শীঘ্রই এ সংবাদ কলিকাতায় শুনিলেন। শুনিবামাত্র বিকলচিত্ত হইয়া পড়িলেন এবং কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। মনে মনে আপনাকে শত বার ধিক্কার করিতে লাগিলেন এবং নির্জ্জনে সমাজের অত্যাচার, দেশের কুসংস্কারের কথা ভাবিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। বুঝিতে পারিলেন, সুখ বৃন্তচ্যুত হইল; দেখিলেন, ভাবী অদৃষ্ট আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। ভয়ানক অন্ধকার! সমাজে এরূপ ঘটনায় যে কত জনের হৃদয় শোষিত। উন্নতি প্রতিহত হইয়াছে, তাহা কে বলিবে? ভাবিয়া কিছুই ঠিক্ করিতে পারিলেন না। হৃদয় ক্রমে অবশ হইয়া আসিল, সংসার আঁধার দেখিতে লাগিলেন। মনে মনে বল আশ্রয় করিয়া নির্জ্জনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এ সমাজ যাহাতে উন্নত হয়, এই তাঁহার হৃদয়ের প্রাণের ব্রত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আশা-ফুরাইল।

বৈশাখ মাস—বেলা অবসান প্রায়। সূর্য্য পশ্চিম গগনে ডুবু ডুবু করিতেছে। পশ্চিম আকাশ রক্তিম। কাল বিবাহ হইবে,—মিত্র মহাশয় আজ কন্যা লইয়া বিবাহ স্থলে যাইবেন, এই স্থিরীকৃত করিয়াছেন। বাটীতে ভয়ানক গোল পড়িয়া গিয়াছে। বিবাহ হইবে, কোথায় আমোদ, না ক্রন্দনের গগনভেদী রোল! বালিকা প্রাণের যাতনা ঘুচাইবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। দুঃখিনী জানে না, নির্ম্মম হিন্দু সমাজে মমতার ক্ষমতা কত হীন। বালিকা বুঝিতেছেনা যে, যাহার প্রসাদে জন্মলাভ করিয়াছে, সেই স্নেহময় পিতা আজ বধের ন্যায় নৃশংস ব্যবহার করিতে উদ্যত; সরলা বালিকা মনে করিয়াছে, কাঁদিলে পিতার হৃদয় গলিয়া যাইবে, তাহার প্রতি দয়া হইবে, অনাথিনী এবার রক্ষা পাইবে। কিন্তু কোথায়? জগৎ কাঁদিল, প্রকৃতি বিবশা হইল সূর্য্য পলায়ন করিল, তবুও নির্ম্মম হৃদয়ে দয়া হইল না। পাষাণ হৃদয় একবারও ভাবিল না, তীক্ষ্ণ অসির মুখে তাহার স্নেহের পুত্তলী সরলাকে ঠেলিয়া দিতেছি। বজ্রময় প্রাণে একবার দয়ার সঞ্চার হইলও না।

নিষ্ঠুর পিতা সেই বিবশ বালিকাকে সবলে লইয়া নৌকারোহণ করিল, বালিকার কোমল শরীরে বল প্রয়োগ।

দেখিতে দেখিতে বালিকা সংজ্ঞাহীনা হইল। পদ্মার বিশাল বিক্ষোভিত তরঙ্গের উপর তরণী হেলিতে দুলিতে চলিল। ঢেউ একবার উঠে অমনি ফাটিয়া যায়। অনন্ত বিস্তৃত তমসাচ্ছন্ন আকাশ দিগন্ত ব্যাপিয়া মাথার উপরে, নিম্নে তরঙ্গাকুলিত পদ্মাবক্ষ। তরণী, সংজ্ঞাহীনা বিমূঢ়া বালিকাকে লইয়া স্রোতে ভাসিয়া চলিল। আজ এত দিনের পর, বালিকার সুখ শান্তি, আশা, ভালবাসা, সকলই নদীর স্রোতে ভাসিয়া সাগর মুখে ছুটিল। সে সুখ, সে শান্তি, সে আশা, সে ভালবাসা কিছুই আর ফিরিবে না। এত দিন পরে, জন্মভূমি পরভূমি হইতে চলিল। পর আপনার হইতে চলিল। বালিকার চেতনা নাই। নিদ্রিতা সরলা দেখিতে পাইল, সম্মুখে বিস্তীর্ণ সাগর তাহাতে সে ডুবিয়াছে—অমনি চীৎকার করিয়া উঠিল; কিন্তু নির্ম্মম পিতার অন্তঃকরণে এখনও দয়া নাই, এখনও একবার ভাবিতেছে না, এখনও একবার মনে করিতেছে না, তাহার সরলার কি হইবে? কোন অকূল পাথারে সেই স্নেহ পুত্তলীকে ভাসাইতে যাইতেছে।

কিছুই চিরকাল থাকে না। ক্রমে ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। নদীর স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে নৌকা রাজনাথের ভ্রাতার কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইল। বরপক্ষীয় কর্তৃপক্ষগণ দুই এক জন তীরে পালকি লইয়া নৌকার অপেক্ষায় ছিলেন; সুতরাং মিত্র মহাশয় তাঁহাদিগকে দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং পরস্পর নানাবিধ কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। সরলার চোখে আর জল নাই; দুঃখে তাহার চক্ষুর জল শুখাইয়া গিয়াছে এখন বালিকার কোমল হৃদয় দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। বালিকা

বুঝিয়াছে তাহাকে অদৃষ্টের অধীন হইতে হইবে, সংসার তাহার সুখের জন্য নহে। মিত্র মহাশয় সরলাকে পালকিতে উঠাইয়া লইয়া রাজনাথের বাসায় উপস্থিত হইলেন।

রাত্রিতে বিবাহ। সকলেই আমোদ প্রমোদ মত্ত। বাড়ীতে হুলস্থূল পড়িয়াছে; কিন্তু সরলার মনে অনেক যাতনা। আজ তাহার জীবনের প্রিয় সুখের দিন। আজ সে কি ভয়ানক নরকে পতিত হইবে, দুঃখিনী তাই অদৃষ্ট লইয়া ভাবিতে বসিল? বিকলহৃদয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। যতই ভাবিতে লাগিল ততই আঁধার দেখিতে লাগিল। একটী নির্জ্জন ঘরে বসিয়া তাহার শেষ পত্র লিখিল। প্রাণ ভরিয়া প্রাণের কথা লিখিবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু কিছুই হইল না।

"শ্যামাচরণ বাবু, এই আমার এ জন্মের শেষ পত্র। মনে ছিল, আপনাদের সঙ্গে অনেক আমোদ করিব; আপনাদের নিকট হইতে অনেক শিখিব; কিন্তু সে সমস্ত আশা এ জন্মের মত মিটিল। আর আপনাদের সঙ্গে দেখা হইবে না; ঈশ্বর করুন আর যেন না হয়। আমার কপাল লইয়া আমি ভাবিব, আমার দুঃখ লইয়া আমি কাঁদিব, আমার হৃদয় লইয়া আমি পুড়িব ও মরিব। আপনাদিগকে আর যাতনা দিতে চাই না। পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা, আপনারা যেন সুখে থাকেন।

শেষ বিদায়—

* * *

সরলা কাঁদিতে কাঁপিতে পত্রখানি লিখিল। কত কি লিখিবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু দুঃখের সময় হাতে কিছুই আসে না। মনের কথা কে খুলিয়া লিখিতে পারে? হৃদয়ের ভাব

প্রকাশ করিতে পারিলেই সুখ। অভাগিনীর অদৃষ্টে যাহা হইবে? পত্রখানি তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার হাতে দিয়া সরলা শ্যামাচরণের নিকট পাঠাইয়া দিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আবার অদৃষ্ট লইয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে বসিল। বিবাহের দিন উপবাস; সুতরাং, তাহার পক্ষে আরও ভাল হইল। নির্জ্জনে অলক্ষিতা অপরিজ্ঞাতা হইয়া বালিকা আজ প্রৌঢ়ার ন্যায় ভাবী সংসার লইয়া, পাপপুণ্যের পরিণাম, জগতের শেষ অদৃষ্টের ফলাফল, হৃদয়ের বল লইয়া ভাবিতে বসিল। সরলা আজ বক্তা, সরলা আজ উপদেষ্টা দেবী, বৈরাগ্যের অনন্ত সন্ন্যাসিনী, সংসারে আজ তাহার অনাস্থা, আজ সে মহৎ বিষয়ের আলোচনা লইয়া ব্যাপৃতা, আজ তাহার হৃদয়ে চিতার ন্যায় ধূ ধূ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। আজ সে অনেক অংশে জগতের শিক্ষাস্থানীয়।

ক্রমে ক্রমে বেলা অবসান হইয়া আসিল। বিবাহের লগ্ন সন্ধ্যারাত্রে; সুতরাং আয়োজন শীঘ্র হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বিবাহের সময় উপস্থিত হইল। পুরোহিত সমুদয় আয়োজন করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। সরলা নিজের অদৃষ্ট অগ্নি সমর্পণ করিল। বিবাহ হইল, বালিকার শেষ আশা নিবিয়া গেল, সমাজের চিত্র সুস্পষ্ট হইল। শ্যামাচরণ! তুমিও বুঝিলে না যে, তুমি নিজেই তোমার সুখের পথে কণ্টক। এই কি তোমার শিক্ষা? তুমি না উনবিংশ শতাব্দির শিক্ষিত যুবক? ধর্ম্মসমাজের নেতা ও আদর্শপুরুষ? তোমাতে এ কলঙ্ক কেন স্থান পাইল? বুঝি না। এই কি তোমার কর্ত্তব্যপালন? তুমি না সর্ব্বদাই বলিতে যে সমাজের সংস্কার তোমার জীবনের

ব্রত? এই কি সেই ব্রত পালনের ফল? হা সমাজ! তুমি কবে কালের অনন্ত গ্রাসে মিশিয়া যাইবে? কবে জগৎ তোমার অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইবে?

আবার বলি রাজনাথ! এই কি উচ্চ শিক্ষার পরিমাণ? এত দিন ধর্ম্মের প্রচারক, সত্যের সহায় বলিয়া পরিচয় দিতে কেন? এই কি তাহার দৃষ্টান্ত? তোমাকে শত ধিক্!

ইন্দ্রনাথ বাটীতেই ছিলেন; সুতরাং, সমুদায়ই শুনিলেন। হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। কি করিবেন, উপায় নাই। সমাজের এই দোষ, কুসংস্কার-পুষ্ট হিন্দু সমাজের এই নির্ম্মমতা ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল,—নির্জ্জনে অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। তিনি একবার মনে করিয়াছিলেন যে, নিজে বিবাহ-স্থলে উপস্থিত হইয়া এ জন্মের মত একবার সরলাকে দেখিবেন। কিন্তু তাঁহার বন্ধুগণ নিষেধ করায়; সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। মানব হৃদয়ের বল কত টুকু। আশায় নিরাশা মানুষের প্রাণে সহিবে কেন? ইন্দ্রনাথের সুখের আশা মিটিয়া গেল।

সমাজের উন্নতি সাধন করা, কুসংস্কার দূরীভূত করা, হৃদয়ের মূলমন্ত্র গ্রহণ করিয়া, পর দিন শান্তির জন্য বাড়ী পরিত্যাগ করিলেন। পিতা, বন্ধুগণ ও সমাজকে নির্জ্জনে শিক্ষা দিলেন যে, কত কুনিয়ম সমাজের অস্থি মজ্জাগত হইয়াছে। কত রমণী কত অবলা বালিকা, কত উন্নতোন্মুখ যুবক এই প্রথার জন্য দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। কত জনের সুখ, আশা, শান্তি এই কঠোর নিয়মে বৃন্তচ্যুত হইতেছে। পিতার প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতে ইন্দ্রনাথ এক অপূর্ব্ব শিক্ষা দিলেন। লোকে বুঝিল না যে, ইন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য কি?

নবম পরিচ্ছেদ

রমণীর হৃদয়।

দিন যায়, মাস যায়, কিছুই চির দিন সমভাবে থাকে না। নিয়তির অনন্ত গর্ভে সকলেই একদিন মিশিয়া যায়। পরিবর্ত্তনই জগতের মূলভিত্তি; পরিবর্ত্তনেই প্রকৃতির কার্য্য সুশৃঙ্খল ভাবে চলে। যে পথের কাঙ্গাল, সে চিরদিন পথের কাঙ্গাল থাকে না; তাহার অদৃষ্টে একটু সুখ নিয়তির চক্রে অবশ্যই ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন আসিবে। আবার যিনি রাজা, তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্য চিরদিন সমভাবে থাকে না! পুত্রশোকে কাতরা জননীর মনে দুঃখের স্মৃতিও চিরকাল থাকে না। তাই বলি, ভাগ্য চির কাল সমভাবে থাকে না।

সরলার দিন, অনন্ত দুঃখে সপ্তাহে সপ্তাহ মাসে মাসে বর্ষে বর্ষ মিশাইয়া যাইতে লাগিল। প্রাণ আঁধার—তাই সংসার আঁধার—জগৎ আঁধার! শ্মশানের ন্যায় স্মৃতির আগুনে হৃদয় ধূ ধূ করিয়া জ্বলে। হৃদয় শূন্য। জগতে তাহার যাহা হারাইয়াছে, তাহা খুঁজিয়া পায় না। চাহিয়া দেখেন, ধরিতে গিয়া ধরা পড়ে না। যে জিনিষ হারাইয়াছে, তাহার ছবিখানি বেশ মনে পড়ে; কিন্তু সে ছবির মত একখানিও ছবি প্রকৃতির ভাণ্ডারে মেলে না। তাই বলি, যাহার হৃদয় শূন্য, সে জগতে কিছুই পূর্ণ দেখে না। আবার রাজনাথের অনুতাপ—রাজনাথ

জগতে কি কার্য্য করিয়াছেন, ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারেন না। তাঁহার হৃদয় হইতে কি স্খলিত হইয়াছে, বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহার প্রীত নাই, সুখ নাই। যে, বিবাহে অনন্ত সুখ ভোগ করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহাতে আবার সুখ দেখেন না কেন? জগতের লীলা বিচিত্র! কখন কি হয়, তাহা স্থির করা মানব জ্ঞানের সীমাতীত।

সরলা ক্রমে ক্রমে হৃদয় বাঁধিতে লাগিল। না বাঁধিয়া আর কি করিবে? সমাজের কঠোর নিয়মে তাহার কোন হাত নাই। সমাজ যাহা দিবে, যাহাকে দিবে, তাহা লইয়াই অবলাগণকে হৃদয় বাঁধিতে হইবে; এ বাঁধা পুরুষে বাঁধিতে পারে না— কিন্তু অবলাগণের প্রাণে অনেক সহ্য পায় বলিয়াই এ অত্যাচার এ কঠোর বাঁধা এত দিন সমাজে প্রবল প্রতাপে চলিয়া আসিতেছে। সরলা মনে করিল, "কেন আর এ বিষে হৃদয় জ্বালাইব? সমাজের কীট হইয়াছি, সমাজকে দেখাইব অবলা রমণী হৃদয় অর্পণ করিব ও প্রীত অর্পণ করিব, ভক্তির আস্পদ করিব। তাহা যদি না পারি, তাহা হইলে পবিত্র সতীর ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইলাম; প্রাণের প্রাণ হারাইলাম। হিন্দু রমণীর পতিই জ্ঞান, পতিই পরম আরাধ্য দেবতা। সরলা পতিসেবা আরম্ভ করিল, হৃদয় বাঁধিল, সংসার ভুলিয়া গেল।

* * * *

এক দিন রাজনাথ বসিয়া আছেন, পার্শ্বে সরলাও বসিয়া রহিয়াছে. উভয়েই নীরব। রাজনাথের হৃদয় ভূত ভবিষ্যৎ লইয়া বিচলিত। ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিতেছে না যে, সংসারে তাঁহার কি হইয়াছে। রাজনাথের চিন্তা অনন্ত ও গভীর

ভবিষ্যৎ-আকাশে রাজনাথের নিকট তাহা স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে না। সরলা কে? কেন বিবাহ করিলাম? এ বিবাহের পরিণাম কি? রাজনাথ কিছুই ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিতেছেন না। মুখ বিষণ্ণ, সরলা নীরবে পাশে বসিয়া রহিয়াছে। অনেকক্ষণ চিন্তার পর, রাজনাথ মৃদুস্বরে বলিলেন, "সরলে, বাস্তবিক কি আমি পাপ করিয়াছি? তবে প্রায়শ্চিত্ত কি? এ পাপের পরিণাম কি?"

রাজনাথ এই কথা বলিয়া নীরব হইলেন। বাস্তবিক রাজনাথের হৃদয় গভীর অনুতাপে ও দুঃখে পরিপূর্ণ। সরলা রাজনাথের ভাব দেখিয়া বলিল, আমি ত জানি, বাঙ্গালীর মেয়ের ইচ্ছানুসারে বিবাহ হয় না। তা হাই হ'ক, পতিই নারীর আরাধ্য দেবতা। পতিপূজা স্ত্রীধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, যদি তোমার মনে কোন প্রকারে ব্যথা দিয়া থাকি, তাহা হইলে মাপ কর।"

রাজনাথ। না সরলে, মাপ করিতে হইবে না। আমি যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য হৃদয়ে আমার যে আঘাত লাগিয়াছে, তাহা সর্ব্বনিয়ন্তাই জানেন।"

সরলা আর কোন উত্তর করিল না। ধীর নয়নে স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল হৃদয় উৎসর্গ ও পতিপূজা আজ হইতে তাহার হৃদয়ের ব্রত হইবে। আজ হইতে সে নির্জ্জনে শিক্ষা দিবে, আত্মত্যাগ স্ত্রী ধর্ম্মের শিক্ষনীয় একমাত্র প্রধান অঙ্গ। যুবতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "না বুঝিয়া হৃদয়ের দুর্ব্বলতায় অনেক পাপ করিয়াছি; নারীর যাহা প্রধান কর্ত্তব্য, তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। আমার

এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।" সরলার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। রাজনাথ স্বর্গ দেখিলেন। মনে মনে বুঝিলেন, স্বর্গ স্ত্রীলোকের হৃদয়ে। পতিব্রতা তাহাদের আত্ম বিসর্জ্জনে। যে নারী পূজা করিতে পারে, তাহার হৃদয় প্রেমের বিকৃত প্রাঙ্গণ সরলা শিক্ষা দিল, নারীর হৃদয়ে কত বল। নারীর হৃদয়ে কত আবেগ! নারীর ক্ষমতা কত অধিক।

দশম পরিচ্ছেদ।

ব্রহ্মচারিণী তরলা।

আমরা সংসার পাতার কথা ভুলিয়া, সংসার উদ্যাপনের কথা ভুলিয়া গিয়াছি, তরলা এখন আর পিতৃগৃহে নাই। ব্রহ্মচারিণী এখন দেবী ভাবে, শ্যামচরণের পূজিত, গ্রামের শোভাবিত, অপূর্ব্ব রূপবতী, ভক্তিমতী তরলা শোভা পাইতেছেন।

তরলা ভগ্নির বিবাহে প্রথমে যতটা দুঃখিত হইতেছিলেন এখন আরো সে দুঃখের পরিমাণ অপেক্ষা সহস্র গুণ সুখী হইয়াছেন, শুনিয়াছেন ও দেখিয়াছেন সরলা রাজনাথময় ও রাজনাথ সরলাময় হইয়াছেন।

বাঙ্গালী মেয়ের পক্ষে, বঙ্গ বধূর অদৃষ্টে হিন্দু ললনার পূর্ব্ব-কৃত পুণ্যের ইহা অপেক্ষা আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে? তরলা প্রথমে ভাবিয়াছিল, ইন্দ্রনাথ ভিন্ন সরলা আর কাহার

ও হইবে না, কিন্তু পিত্রাদেশে নিজ আত্মত্যাগের ইহাই একমাত্র আদর্শ, ভাবিয়া তরলা দুঃখ অপেক্ষা সহস্র গুণ সুখী হইয়াছেন। একদিন তরলা, ভগ্নি প্রেরিত নিম্নলিখিত পত্র খানি পাইয়াছিলেন—

দিদিমণি!

'আমি এখন কি সুখী, তাহা বলিতে পারি না, রাজনাথ আমাকে চক্ষের আড়াল করে না, পুরুষ হৃদয়ে এত কোমলতা, এত মমতা, এত ভালবাসা আছে বলিয়া আমি জ্ঞাত ছিলাম না, পূর্ব্বে আমি তোমায় জন্য, বাবার জন্য, মার জন্য, বাটীর জন্য কাঁদিতাম, রাজনাথও আমার চক্ষে জল দেখিয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় কাঁদিয়া অস্থির হইতেন, এখন আমি কাঁদি না, ভাবি!— কিন্তু আমার বিরস বদন দেখিলেও তোমার ভগ্নিপতির তরল চক্ষে শতধারায় অশ্রুপাত হয়, ভাই! আমরা অল্প বিশ্বাসী তাই ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে যাই, কিন্তু তিনি মঙ্গলময়, তাঁর মঙ্গলময় ইচ্ছায় আমাদের অনবরত মঙ্গলই সাধিত হইতেছে, এত সুখ এমন হৃদয়বান, এমন স্নেহ শীল, এমন গুণবান স্বামী যে আমায় অদৃষ্টে ঘটিবে তাহা স্বপ্নেও ভাবিনা, তুমি যে কুমারী অবস্থায় আমার শিবপূজা করাইয়াছিলে তাহা সার্থক হইয়াছে, তোমারই পুণ্যে আমি মহাদেব তুল্য প্রফুল্লবদন স্বামীধনে অধিকারী হইয়াছি যদিও আমি ধনবানে পত্নী হই না, কিন্তু আমি যে অমূল্য স্বামী ধনে অধিকারিণী তাহা অনেক রাজ্যেশ্বরীর ভাগ্যেও সংঘটন হয় না।

আমার ভাগ্যের সীমা নাই; স্বামী আমার দেবতা, আমি

সামান্য সংসারের কীট অল্প বুদ্ধি নারী বলিয়াই এ সাক্ষাৎ দেবতাকে এত দিন হৃদয় ভরিয়া পূজা করিতে পারি নাই।

দিদি! আশীর্ব্বাদ কর, এরূপ মনোসুখে যেন আমার দেহান্ত হয়।

সেবিকা

শ্রীমতী সরলা——

সরলা পত্র পাঠ করিলেন, পত্র পাঠ করিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলে তাঁর বিষাদ হৃদয়ে নব হর্ষের উদয় হইল, তিনি আপনাকে ভুলিয়া, ছোট বোনটিকে কায়মন বাক্যে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অশান্তিতে দগ্ধ, বিরহ বিধুরা তরলা, সরলার সুখে নিজের সকল দুঃখ ভুলিলেন, যেন তরলা সরলার সুখ উপলব্ধি করিলেন।

স্বার্থ জড়িত সংসারে কেহ অপরের সুখে সুখী হয় না, বরং অনর্থক অগাধ দুঃখ পায়, তুমি সংসারে শান্তিকে বাস করিতেছ, কিন্তু হায়! তোমার প্রতিবাসীর অসহ্য হইবে, তুমি সুখে আছ, তোমার প্রতিবাসী সর্ব্বদা ব্যঙ্গ দৃষ্টি সর্ব্বদা তোমার উপর রাখিবে, তুমি যদি দুবেলা পেট ভরিয়া দু মুটো খাইতে পায়, তবুও তুমি প্রতিবাসী নিকট নিস্তার পাইবে না, প্রতিবাসীত দূরের কথা, তুমি জ্ঞাতিগণের এমন কি সহোদর ভাইয়ের নিকটে বিষনয়নে বিদ্বেষের দৃষ্টিতে হিংসার কটাক্ষে পতিত হইবে। ধন্য হিংসার—কাল, কলি কাল! তুমি কি স্বার্থ সমুদ্রে মানবদের ডুবাইবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছে, পরের সহস্র ক্ষতি হউক, নিজের যাহাতে এক কপর্দ্দকের ক্ষতি না হয়, জগত মরিয়া হাজিয়া যাউক, নিজের মানের সময় কেশগাছীও

নষ্ট না হয়, কলি! এ সর্ব্বনাশকারী স্বার্থ তুমি কোথা হইতে আনিলে; কেন? কেহ কাহার ভাল দেখিতে পারে না, কেন কেহ কাহার সৌভাগ্য হর্ষ প্রকাশ করে না, কেন প্রাণ ভরিয়া কেহ কাহার দুঃখে কাঁদে না, কাহার দুঃখে সহানুভূতি করে না। ছি! ছি! স্বার্থ! তুমি বুদ্ধিমান মানবকে পশু করিতেছ, দেখিতে পাই ইতর প্রাণীদেরও স্বজাতি-প্রিয়তা আছে, কিন্তু বাঙ্গালী যে হীন হইতে হীনতর হইতেছে, স্বার্থ তুমি একটু অন্তর হইতে স্থানান্তরে যাও, তুমি স্থানান্তরিত দিলে উদরতা দেখা দিয়া বাঙ্গালীকে একটু ভদ্রলোক করিবে। কাল মাহাত্মেই বাঙ্গালীর এ দুর্দ্দশা. নতুবা বাঙ্গালী এক দিন দেবতা ছিল, দেবতা ছিল বলিয়াই এখন ও দু একটি উচ্চ হৃদয়ের দেবতা সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়. কিন্তু পূর্ব্ব পুণ্য ফলে অপেক্ষাকৃত অধিক উচ্চ হৃদয়ের ললনা সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই স্বার্থ জ্ঞান বর্জ্জিতা তরলা, স্বার্থ যে কি তাহা জানিত না, সহোদরা স্নেহ মমতায় হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল, তাই তরলা সরলার পত্রের আপনা ভুলিয়াছিলেন; তাই তরলা প্রত্যুত্তর লিখিয়াছিলেন,—

বোন সরলা!

তোমার পত্র পাইয়া বিশেষ সুখী হইলাম, তুমি যে সুখী হইবে ইহা আমি কখন ভাবি না, ভগবানের নিকট—প্রার্থনা করি, তুমি পরমধন পতিধনের হৃদয়ের অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়া তাঁর নয়নপুত্তলী হও, বোন! স্বামী স্ত্রীলোকের একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র অবলম্বন, কখন স্বামীর অবাধ্য হও না, স্বামীর পদধূলি প্রত্যহ শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে লইবে, স্ত্রীলোকের স্বামী সেবা

একান্ত কর্ত্তব্য, স্বামী আহারের সময় নিকটে বসিয়া যাহাতে তিনি তৃপ্তি হয়েন করিবে, স্বামী শয়ন করিলে তবে শয়ন করিবে, যাহাতে স্বামীর সুনিদ্রা হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে, স্বামী ক্লান্ত হইলে নিজে অসুস্থ থাকিলেও স্বামীর আরাম বিধান করিবে, আজকাল ইংরাজী সভ্যতায় অনেক ভগ্নি স্বামীকে ইয়ার করিয়া তুলিয়াছে, কোন যত্নই লয় না, নিজের সুখ হইলেই যথেষ্ট, এরূপ স্ত্রীলোকের কখন স্ত্রী জীবনের সুখ হয় না, স্ত্রীজাতি হৃদয় হারা না হইলে, আপনারা ভুলিয়া না যাইলে, লজ্জাশীলতা শ্রী কখনই যে স্ত্রীলোককে আশ্রয় করে না, তবেই সে স্ত্রীলোক কখন সুখি হয় না। ভগ্নি! তুমি নিশ্চয়ই পাশ্চাত্য স্রোতে গা ঢালিয়া দিবে না, নিশ্চয় স্বামী দেবতা, স্বামী স্বর্গ, স্বামী পুণ্য, স্বামী ব্রত, স্বামী সর্ব্বস্ব জানিবে। ভগ্নি! অদ্য এই পর্য্যন্ত।

তোমার স্নেহাভিলাষী
শ্রীমতী তরলা।

তরলা পত্র খানি শেষ করিয়া একবার পাঠ করিয়া আবার পাঠ করিলেন, পরে শিরোনামা লিখিয়া সরলা সমীপে পাঠাইয়া দিলেন। তারপর তরলা অন্য দিনের মত হরিনামের মালা লইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জপে বসিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গালী বউ।

সরলা খিড়কীর বাগানে বেড়াইতেছে, পশ্চাত হইতে রাজকুমার সরলার চক্ষু চাপিয়া ধরিলেন।

সরলা। চিনেচি ছাড়, ছাড়।

রাজকুমার। আগে বল আমি কে ?

সরলা। তুমি আমার হৃদয়ের মণি, তুমি আমার প্রাণেশ্বর—

রাজকুমার। এখন গুরুভক্তি রাখ, ঠিক করে বল আমি কে ?

সরলা। তুমি সেই আঁধার ঘরের মাণিক।

রাজকুমার। চিনেচ, এখন চোক ছাড়তে পারি।

রাজকুমারের বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ বলিয়া সরলা কখন কখন আদর করিয়া আঁধার ঘরের মাণিক বলিয়া ডাকিতেন, রাজকুমার এই কথাটী বড়ই মিষ্ট বোধ করিতেন।

রাজকুমার সরলার চক্ষু হইতে হস্ত অপসৃত করিয়া লইলেন। উভয়ে বকুলতলায় বসিলেন।

সরলা আদরস্বরে বলিলেন—

তবে কালমাণিক কোথা হইতে এখানে এলে ?

রাজকুমার হাসিতে হাসিতে বলিলেন—

তুমি যেখানে আমিও সেখানে তাকি তুমি জান না ?

সরলা। তবে আমরা মাণিকজোড়।

না—লো না, মণিকাঞ্চন সংযোগ।

নেপথ্যে মধুরস্বরে এই কথাটী উচ্চারিত হইল, উভয়ে

সেইদিকে চাহিলেন; দেখিলেন, পূর্ণ চন্দ্রমুখী, ষোড়শী নির্ম্মলা হাসিতে হাসিতে আসিতেছে।

নির্ম্মলা আমাদের বসন্ত বাবুর নব বিবাহিত বধূ, বসন্ত রাজকুমারের জ্ঞাতি, ভ্রাতা ও প্রতিবাসী বন্ধু, নির্ম্মলা পূর্ব্বে সরলার সহিত এক পাঠশালায় পড়িয়াছিল, এবং এক গ্রামে তুজনের বিবাহ হইয়াছিল, তায়, রাজকুমার সম্পর্কে দেবর, নির্ম্মলা সরলার পাঠ সহচরী, এই সকল কারণে বন্ধুতার জমাট হইয়াছিল, কেহ কাহাকেও লজ্জা করিত না, মন প্রাণ খুলিয়া সকলকে সকল কথা কহিত।

বসন্ত বাবু ও রাজকুমার বড় বন্ধু।

নির্ম্মলাকে দেখিয়া উভয়ে বড় আহ্লাদিত হইলেন; সরলা দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা করিয়া পার্শ্বে বসাইলেন,

নির্ম্মলা। ছল ছল নেত্রে বলিলেন, তিনি আজ কদিন কলিকাতায় গিয়াছেন, মনটা বড় খারাপ হইয়াছে, তাঁর কে এক বাল্য বন্ধু নাম কি ভাল ইন্দ্রনাথ না কি? মনে পড়ছে না সে নাকি উন্মাদ হইয়াছে, তাই তাঁহাকে সুস্থ করিবার জন্য কবিরাজী চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় লইয়া গিয়াছে।

ইন্দ্রনাথের নাম শুনিয়া সরলা চমকিত হইলেন। পূর্ব্বের অনুরাগ, পূর্ব্বের সকল কথা চকিতের ন্যায় মনে হইল, আন্তরিক উদ্বেগ প্রাণে জাগিল; আবার তখনি তরলার পত্র, স্বামীর অকৃত্রিম ভালবাসার কথা মনে পড়িয়া সরলা প্রকৃতিস্থ হইলেন, কেবল বাহ্য লক্ষণে মুখ রক্তিমবর্ণ হইল মাত্র।

চতুর রাজকুমার সকলি বুঝিল ও বলিল, ইন্দ্রনাথের উন্মাদের কারণই আমি।

সরলা—কেন নাথ! ও কথা বল! ও কথা বলে আমার কষ্ট দিয়া লাভ কি? হিন্দুর বিবাহ ত পুতুলের বিবাহ নহে; ইহা বিধাতার নির্ব্বন্ধ, প্রজাপতির ইচ্ছা, মঙ্গলময় মঙ্গলের জন্য আমাদের পতি পত্নী নিৰ্ব্বে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, যার যা তার তা হইবেই, হাজার চেষ্টা কর, কিছুতেই সে চেষ্টা রোধ হইবে না। নাথ! বাঙ্গালী-বউ, কচি মেয়ে বই আর কিছুই নয়, কিন্তু বল দেখি নাথ! বাঙ্গালী বউয়ের ক্ষুদ্র হৃদয়ের বল কত? নূতন স্থানে, নূতন লোকের কাছে গেল, সেখানে আত্মীয়তা সেখানেও আপনার করিয়া লইতে হইল।

রাজকুমার বলিলেন,—সরলা সত্য বলিয়াছ, তাই আমি বাঙ্গালীর মেয়ের এত পক্ষপাতী, ধন্য বাঙ্গালী বউ, তোমাদের সরলতা, লজ্জাশীলতা, স্নেহমমতা, পতিব্রতা থাকিতে, হিন্দু সমাজের কোন ভয় নাই।

ধন্য! বাঙ্গালী বউ!